(সংক্ষিপ্ত)

ভূদেব জীবনী।

প্রথম সংস্করণ।

চুঁচুড়া

বুধোদয় যন্ত্রে

শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

——:*::*:——

সন ১৩১৮ সাল।

(সংক্ষিপ্ত)

ভূদেব জীবনী।

রাজানো যং প্রশংসন্তি যং প্রশংসন্তি পণ্ডিতাঃ।
সাধবো যং প্রশংসন্তি স পার্থ পুরুষোত্তমঃ॥

নির্ম্মল চরিত্র, গভীর বিদ্যাবত্তা, অকপট স্বধর্ম্মভক্তি, প্রগাঢ় স্বদেশবাৎসল্য এবং শিক্ষাবিভাগে পদগৌরব, এই সকলের বৈশিষ্ট্যে বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় সি আই মহাশয় তাঁহার সমকালিক ব্যক্তিদিগের মধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার আদর্শ জীবনে এবং গ্রন্থাবলীর উপদেশে পাশ্চাত্য স্বদেশভক্তির ও উদ্যমের এবং প্রাচ্য ধর্ম্মপরায়ণতার শুভ সম্মিলন দেখা যায়। সেই জন্যই উহা ভারতের নূতন জীবন গঠনে গূঢ়ভাবে সাহায্য করিতেছে এবং ক্রমশঃই অধিকতর পরিমাণে করিবে। উহাঁর প্রদর্শিত পথই যে আমাদের প্রকৃত পথ—নীরবে অনাড়ম্বরে জন্মভূমির সেবা!

হুগলী জেলায় খানাকুল থানার অন্তর্গত নতিবপুর গ্রামে ইহাঁদের পূর্ব্বনিবাস। ভূদেব বাবুর পিতামহ হরিনারায়ণ সার্ব্বভৌম মহাশয় তিন ভ্রাতার মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ ছিলেন। সরিকি বিবাদ হইলে তিনি পৈতৃক জমিজমার এবং সম্পত্তির কিছু মাত্র অংশ না লইয়া রিক্তহস্তে বাটী ত্যাগ করেন এবং পরে কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। তাঁহার এই ত্যাগ হইতেই তাঁহার বংশের উন্নতি দেখা যায়—অসামান্য পুত্র ও পৌত্র লাভ হয়। কলিকাতা

ভূদেব জীবনী

হরীতকী বাগান লেনে ১৮২৫ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি তারিখে (৩রা ফাল্গুন রবিবার) ভূদেব বাবুর জন্ম হয়। তাঁহার পিতৃ পিতামহাদি মধ্যে সংস্কৃতের চর্চ্চা যথেষ্ট ছিল এবং সকলেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ জীবনের শাস্ত্রাদিষ্ট অনুষ্ঠানগুলি যথাযথ প্রতিপালন করিয়া চলিতেন।

ভূদেববাবুর পিতা পণ্ডিত বিশ্বনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের পাণ্ডিত্য অসাধারণ ছিল এবং সচরাচর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের ন্যায় তাঁহার বিষয় জ্ঞানেরও অভাব ছিল না। ভারতের নানা তীর্থ-দর্শন উপলক্ষে অনেক দেশ ভ্রমণের গুণে সে দোষ হইতে তিনি সর্ব্বতোভাবে মুক্ত হইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার জনৈক ছাত্র ৺ তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী তাঁহার সম্পূর্ণ সাহায্য লইয়া মনুসংহিতার এক উৎকৃষ্ট ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত করেন। গোল্‌ডষ্টকার সাহেব এই অনুবাদের প্রশংসা করতঃ উহা স্যর উইলিয়ম জোন্স কৃত অনুবাদ অপেক্ষা বহুগুণে উৎকৃষ্ট বলিয়াছিলেন। তাঁহার দুই জন ছাত্র কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিদ্বন্মোদ নামক মুদ্রাযন্ত্রের অধ্যক্ষতা লইয়া তর্কভূষণ মহাশয় অনেকানেক পুস্তকাদি ঐ যন্ত্রে মুদ্রিত করাইয়াছিলেন। সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি থাকায় তিনি বার্ষিক পঞ্জিকা প্রকাশিত করেন। উহা তৎ-কালে কলেজের পাঁজি বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। মহারাজা রণ-জিৎ সিংহ প্রভৃতি ভারতবর্ষীয় স্বাধীন এবং অপরাপর করদ এবং মিত্র হিন্দু রাজগণ যত্নপূর্ব্বক বর্ষে বর্ষে ঐ পঞ্জিকা গ্রহণ করি-তেন। ১২৪০ সালে তর্কভূষণ মহাশয় ল কমিটীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বাঁকুড়ায় জজ পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছিলেন। উল্লিখিত বিদ্বন্মোদ যন্ত্র হইতে তৎকর্ত্তৃক যে সকল পুস্তকাদি প্রকাশিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার (কিয়দংশের) টীকায় তাঁহার বেদান্তদর্শনে শ্রদ্ধা, শান্তিশতকের টীকায় তাঁহার আন্তরিক

বৈরাগ্য, বালবোধিনী নামক বালক শিক্ষার পুস্তিকায় তাঁহার শিক্ষাশাস্ত্রের জ্ঞান, এবং অনেকানেক বাঙ্গালা গদ্য পদ্য প্রাচীন গ্রন্থের মুদ্রণে তাঁহার বাঙ্গালা ভাষার প্রতি অনুরাগ প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি বলিতেন যে, তন্ত্রশাস্ত্রের এবং বেদের শিরো-ভাগ উপনিষদে পরস্পর অভিন্ন মতবাদই প্রকটিত হইয়া আছে এবং সদ্‌গুরুর সাহায্যে উচ্চাধিকারী তান্ত্রিক সাধক শরীর ও মনের এত উৎকর্ষ সাধন করিতে পারেন যে, সর্ব্বরিপুজয়ী হইয়া "স্মরহর-সমান ক্ষিতিতলে" বিচরণ করিতে পারেন; ভ্রষ্ট মাতাল শাক্ত দেখিয়া তন্ত্রে অভক্তি বা নেড়ানেড়ি মাত্র দেখিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মে অভক্তি করা অনুচিত; কোন সম্প্রদায়েরই একান্ত নিকৃষ্ট অধিকারিগণ মনোহর নহেন; তন্ত্রই কলির বেদ; তন্ত্রে শক্তি সঞ্জীবনের উপায় আছে। তর্কভূষণ মহাশয় নিজে শব সাধনাদি করিয়াছিলেন কিন্তু কোনরূপ মাদক দ্রব্য স্পর্শ করিতেন না। বিজয়া দশমীর দিন কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা কপালে একটি সিদ্ধির ফোঁটা লাগাইতেন মাত্র। তিনি এ বিষয়ের উল্লেখে বলিতেন কোন কোন ফৌজ ব্র্যাণ্ডি মদ খাইয়া, কোন কোন ফৌজ বা ভাঙ খাইয়া যুদ্ধে তোপের মুখে ধাওয়া করিবার সাহস অর্জ্জন করে; আর অনেক ব্রাহ্মণ ও ছত্রি সিপাহী শুদ্ধাচারে থাকিয়া সহজ ভাবেই মনের জোরে যুদ্ধে মৃত্যু আলিঙ্গন করিতে চলিয়া যায়; উচ্চ তান্ত্রিক সাধক জগজ্জননীকে মা মা বলিয়া ডাকিয়াই শ্মশানে অমানিশায় শবসাধন কার্য্যে মনে তেজ এবং শরীরে বল পাইয়া থাকেন—অন্য কোন প্রকার অসৎ বা দুষ্ট অবলম্বনের অপেক্ষা রাখেন না। তিনি আরও বলিতেন যে, পুরাণশাস্ত্র সমুদয় লৌকিক ব্যাপারগুলিকে অবলম্বন মাত্র করিয়া বেদের শাখা সকলকে ব্যাখ্যাত করে। তাঁহার মতে মহাভারত গ্রন্থ কর্ম্মকাণ্ড বেদকে এবং রামায়ণ উপাসনাকাণ্ড বেদকে

সুবিস্তৃত করিবার উদ্দেশ্যেই প্রণীত হইয়াছিল। তিনি পৌরাণিক সকল আখ্যায়িকারই এক একটি গূঢ়ার্থ প্রকটিত করিতেন এবং শাস্ত্রোক্ত যাবতীয় দেবমূর্ত্তির তাৎপর্য্যার্থ যে সেই উপনিষদ্‌বেদ্য পুরুষ তাহা জিজ্ঞাসা করিলে অতি সহজে এবং সুন্দর রূপে বুঝাইয়া দিতেন। তিনি মহামুনি বাল্মীকি বিরচিত রামায়ণ গ্রন্থের আধ্যাত্মিক ভাব ব্যাখ্যাত করেন। উঁহারই আদিকাণ্ড মাত্র "বিশ্বনাথ রামায়ণ" নাম দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি একজন ঋষিতুল্য লোক ছিলেন। সংসারাশ্রমের সমুদয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিশেষ যত্নপূর্ব্বক নির্ব্বাহিত করিয়াও লোভ মোহ মাৎসর্য্য অভিমানাদির সর্ব্বতোভাবে অনধীন এবং শোক হর্ষ বিষাদ বিবর্জ্জিত হইয়া সর্ব্ববিষয়ে সম্যক্‌জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়াছিলেন।

সজ্ঞানে ৺ ভাগীরথীতীরে তর্কভূষণ মহাশয়ের পরম গতি লাভ হওয়ার পরে সোমপ্রকাশপত্রে তাঁহার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কথাগুলি প্রকাশিত হয়—

"স্বর্গীয় তর্কভূষণ মহাশয় একজন অতি প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। ব্যাকরণ, স্মৃতি, পুরাণ, বেদান্ত, এবং জ্যোতিষশাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। তদ্ভিন্ন বৈদ্যশাস্ত্র এবং মিশ্রের প্রণীত ঘটকদিগের গ্রন্থেও তাঁহার বিশিষ্ট দর্শন ছিল। × × তিনি একান্ত সত্যবাদী ও স্পষ্টবাদী লোক ছিলেন। তাঁহার ব্রহ্মানুষ্ঠান তাঁহাকে ভয় লোভ কামাদি রিপুবর্গের একান্ত অতীত করিয়াছিল। তিনি এই নব্যকালে প্রাচীন ধর্ম্মকে মূর্ত্তিমান করিয়া রাখিয়াছিলেন। কি সংস্কৃত ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত; কি ইংরাজী ব্যবসায়ী নব্য সম্প্রদায়ের লোক, সকলেই তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া এবং তাঁহার তেজোগর্ভ সসার বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তিমান্ এবং স্বয়ং ধর্ম্মকার্য্যে উত্তেজিত

হইয়া যাইতেন। তাঁহাতে ব্রাহ্মণ পদবাচ্য ধর্ম্মশাস্ত্রত্বগুণ সর্ব্বতো-ভাবেই বিদ্যমান ছিল।"

ভূদেব বাবু তাঁহার পুষ্পাঞ্জলি নামক গ্রন্থখানির উৎসর্গপত্রে পিতৃদেব তর্কভূষণ মহাশয়কে যেভাবে ব্যাখ্যাত করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে তর্কভূষণ মহাশয়ের জ্ঞানগভীরতা এবং ভূদেব বাবুর পিতৃভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।—

"হে স্বর্গীয় পিতৃদেব! তুমি আমার জন্মদাতা এবং শিক্ষাগুরু, আমি তোমার স্থানে যত শিক্ষালাভ করিতে পারিয়াছি অপর কাহার স্থানে শুনিয়া অথবা গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিয়া তাহার শতাংশ লাভ করিতে পারি নাই। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি সেই অত্যুদার সুগভীর এবং প্রশান্ত জ্ঞানরাশির কণিকামাত্র গ্রহণে সমর্থ হইয়াছে কি না সন্দেহ। তোমার চরণপ্রান্তে বসিয়া যখন শাস্ত্রার্থ সকল শ্রবণ করিতাম, তখন সংশয়তিমিরাকুলিত হৃদয়াকাশ যেন বিদ্যুৎপ্রভায় আলোকিত হইত—যাবতীয় কূটার্থ উদ্ভিন্ন হইয়া রূপকমালার স্নিগ্ধ রশ্মিজাল প্রকাশ করিত—আপাত-বিরুদ্ধ মত-বাদ সকল মীমাংসিত হইয়া সুপ্রশস্ত ব্যবহার প্রণালী জন্মিত—এবং চিত্তক্ষেত্রের সরসতা ও উর্ব্বরতা সম্পাদিত হইত। ইহ-লোকে আর আমার ভাগ্যে সে সুখলাভের প্রত্যাশা নাই। এখন কোন বিষয়ে সন্দেহ হইলে তাহা আর ভঞ্জন হয় না। এখন জগৎকার্য্যের কোন বিষয় বোধাতীত হইলে তাহা বোধাতীতই থাকিয়া যায়। এখন কর্ত্তব্য নিশ্চয় করিতে হইলে নিজের মনগড়া করিয়াই নিশ্চিন্ত হইতে হয়। জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিব এবং যাহা জানিব তাহা ঠিকই জানিব এ প্রতীতিটী এখন একেবারেই মন হইতে গিয়াছে। এই যে পুস্তক খানি লিখিয়াছি ইহার কোন্ স্থানে কি ভ্রম আছে তাহা আর কে বলিয়া দিবে? এবং আর কে বলিয়া দিলেই বা ভ্রম বলিয়া আমার বিশ্বাস জন্মিবে?

কিন্তু অতি গুরুতর বিষয়েই হস্তার্পণ করিয়াছি—ধর্ম্মবিশ্বাসের মূলব্যাখ্যা করিতে উদ্যত হইয়াছি—আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ের প্রতিও লক্ষ্য আছে। একবার তোমার চরণপ্রান্তে বসিয়া শুনাইয়া লইতে পারিতাম, তবে ইহা জনসমাজে প্রচারিত করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইতাম না।

তোমারই স্থানে চিন্তা করিতে এবং চিন্তা করিয়া লিখিতে শিখিয়াছিলাম। পুস্তকখানিও সাধ্যানুসারে চিন্তা করিয়া লিখিয়াছি। ভরসা করি, তোমার মুখবিনিঃসৃত কোন কোন কথা অবিকল লিপিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আমার অন্তর্ব্বাহ্য সকলই তোমার সংঘটিত বস্তু—অতএব কি সাক্ষাৎসম্বন্ধে কি পরম্পরাসম্বন্ধে উভয় প্রকারেই এই পুস্তকখানি তোমার—তোমারই চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিলাম।"

ভূদেববাবুর মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্ব্বে কেহ তাঁহার জীবন চরিত লিখিতে চাহিলে তিনি বলিয়াছিলেন "আমাতে যাহা কিছু ভাল বলিয়া মনে হইবে তাহা সমস্তই সনাতন ধর্ম্মের জীবন্ত প্রতিরূপ স্বরূপ আমার পিতৃদেবের গুণেই হইয়াছে ইহা যদি দেখাইতে পার তাহা হইলেই জানিবে যে আমার জীবন চরিত লেখা ঠিক হইয়াছে।"

সুকবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেনঃ—

"ইংরাজী শিক্ষার ফুল বাঙ্গালী শিকড়ে।
নিরেট বেউড় বাঁশ ব্রাহ্মণের ঝাড়ে॥"

কবিবরের সহিত দেখা হইলে ভূদেব বাবু বলেন "তুমি আমার বাবাকে দেখ নাই, দেখিয়া থাকিলে ইংরাজী শিক্ষার উল্লেখও করিতে না।" কবিবর বলেন, "আপনার উদ্যম ও কার্য্যশৃঙ্খলা?" —ভূদেব বাবু উত্তর করেন "আমি পাল্কী চড়িয়া স্কুল পরিদর্শন করি, পিতৃদেব পদব্রজে গিয়া দেবমন্দির এবং তীর্থদর্শন করি-

তেন! আর তোমরা মনে কর প্রাচীন ভারতের শিক্ষায় কার্য্যশৃঙ্খলা ছিল না? যাঁহারা ভাব পদার্থের কয়েক ডজন শ্রেণীবিভাগ করিয়াছিলেন এবং যাঁহাদের কুরুক্ষেত্রের মাঠে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণীর ব্যূহ রচনা হইয়া ছিল এবং যাঁহারা আশ্রমে যোগাভ্যাস রত থাকিয়া বেদ বেদান্ত পাঠনা করিতে করিতে দশ সহস্র শিষ্য খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিতে পারিতেন তাঁহাদের মাথায় এবং কাজে শৃঙ্খলা বেশ ছিল। আমরাই হীন হইয়া পড়াতে ও সকল যেন নূতন করিয়া শিখিতে যাইতেছি! আমার পিতৃদেবে ঋষিযুগের কোন গুণেরই অভাব ছিল না। অখণ্ড ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায় যোগশাস্ত্র হইতে শিল্প, কৃষি (বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ), চিকিৎসা শাস্ত্র, রসায়ন, বিজ্ঞান, স্থপতি বিদ্যা, ভাস্কর বিদ্যা, জ্যোতিষ, ধনুর্ব্বেদ বা যুদ্ধশাস্ত্র এবং রাজনীতি সমস্ত শাস্ত্রই ঋষি প্রণীত। আমার পিতৃদেবও স্মৃতি এবং দর্শনের অধ্যাপনা করিতে করিতে সুঁদরী কাঠের গুঁড়া হইতে চিনি প্রস্তুতের চেষ্টা করিয়া ছিলেন। এ দেশের কয়জন ইংরাজী শিক্ষিত ডাক্তার সেরূপ পরীক্ষা বিধানে মন দিলেন?"

ভূদেববাবুর মাতাও আদর্শ ঋষি পত্নীর ন্যায় ছিলেন। কথিত আছে তিনি ইষ্ট মন্ত্রজপের সময় কখন কখন বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইতেন এবং সাংসারিক সর্ব্ব প্রকার ক্লেশের সময় একবার ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিয়া তথা হইতে ফিরিয়া আসলেই যেন অমানুষিক প্রশান্ততা লাভ করিতেন। প্রত্যহ প্রাতে স্বামীর পাদোদক পান না করিয়া কখনও জল গ্রহণ করিতেন না।

যখন ভূদেব বাবুর বয়ঃক্রম তিন কি চারি বৎসর মাত্র, তখন একদিন ক্রীড়াচ্ছলে তিনি তর্কভূষণ মহাশয়ের চর্ম্মপাদুকা পায়ে দিয়াছিলেন। পাছে পিতার জুতা পায়ে দেওয়া অধর্ম্ম হেতু সন্তানের ও পরিবারবর্গের অকল্যাণ হয়, তজ্জন্য তর্কভূষণ মহা-

শয়ের স্ত্রী নিজে উদ্দেশে বার বার প্রণাম : করিয়া ছেলের অপ-রাধের ক্ষমা প্রার্থনা করতঃ তৎক্ষণাৎ সেই জুতা পুত্রকে মস্তকে বহন করাইয়া উক্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাইয়াছিলেন।

এইরূপ মাতার গুণেই শিশুর মনে পিতৃমাতৃভক্তি ও ধর্ম্মে আস্থার প্রকৃত ভিত্তি সংস্থাপিত হইয়া থাকে। গুরুজন এতই সম্মান ও ভক্তির পাত্র যে, তাঁহাদের দিকে পা করিয়া বসিলে বা শয়ন করিলে কচি ছেলেরও পাপ হয়, এইভাবে পরিবারস্থ সকলে আচরণ করিলে তবে না আশৈশব সংস্কার ও শিক্ষার প্রভাবে ছেলেরা বড় হইয়া গুরুজনের সম্মান রক্ষা করিবে?

আট বৎসর বয়সে ভূদেব বাবু কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নার্থ প্রবেশ করেন এবং তিন বৎসর কাল তথায় অধ্যয়নের পরই ইণ্ডিয়ান একাডেমী নামক ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি হন। সংস্কৃত কলেজের শিক্ষক উলাষ্টন নামক একজন ইংরাজ উহাঁকে অযাচিতভাবে ইংরাজী শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার জীবনে এই পরিবর্ত্তন আনয়ন করেন। ইণ্ডিয়ান একাডেমিতে কিছু কাল পাঠ করার পর তিনি নবীন মাধবের স্কুলে ভর্ত্তি হয়েন। এই স্কুলে তিনি প্রথম প্রাইজ পাইলে তাঁহাদেরই বাটীতে প্রতি-পালিত তাঁহার খুড়ার শ্যালক ছিরু তাঁহাকে বলে "তুমি বাড়ীর একমাত্র ছেলে। তুমি প্রাইজ না পেলেও তোমাকে কেহ কিছু বলিত না। আমি প্রাইজ না পাওয়ায় তিরস্কৃত হইব। তুমি আমাকে বইগুলি দাও, আমি নাম বদলাইয়া লইয়া যাই।" সরলমনা উদারহৃদয় বালক, প্রার্থীকে নিজের যশ এইরূপে দিয়া ফেলিলে ছিরুর খুব প্রশংসা হইল। কোনরূপ তিরস্কার বা গঞ্জনায় একথা ভূদেববাবুর দ্বারা প্রকাশিত হয় নাই। অনেক দিন পরে মাষ্টারের নিকট তাঁহার খুড়া ভূদেববাবুর প্রশংসা শুনিয়া জিজ্ঞাসায় ঐ প্রাইজের কথা জানিতে পারেন;—তর্কভূষণ মহা-শয়কে সেকথা বলিলে তিনি বলেন "বেশ করেছিল।"

নবীনমাধবের স্কুলে পাঠের পর ভূদেববাবু মধু চক্রবর্তীর স্কুলে ও তাহার পর হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি হন এবং তথা হইতে হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন। ঐ সময়ে ইংরাজী শিক্ষিতদিগের মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় অনাস্থা এবং স্বধর্ম্মে অভক্তি খুবই বাড়িতেছিল। সময়ে অসময়ে ইংরাজী শিক্ষিতগণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের প্রতি বিদ্রূপ করাই যেন সুশিক্ষিতের লক্ষণ মনে করিতেন। প্রথম দিনই ভূগোল পড়াইতে পড়াইতে মাষ্টার রামচন্দ্র মিত্র বলেন "পৃথিবীর আকার কমলালেবুর মত গোল; কিন্তু ভূদেব, তোমার বাবা একথা স্বীকার করিবেন না।" পিতৃভক্ত ভূদেব বাবু গৃহে উপস্থিত হইয়াই পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বাবা, পৃথিবীর আকার কি রকম?" তাঁহার পিতা সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী পরম সাধক তর্কভূষণ মহাশয় বলিলেন, "কেন? পৃথিবীর আকার গোল।" এই বলিয়া তিনি গোলাধ্যায় পুস্তক হইতে দেখাইয়া দিলেন,— "করতলকলিতামলকবদমলং বিদন্তি যে গোলং।" পরদিন রামচন্দ্র বাবুকে গোলাধ্যায়ের ঐ অংশটি দেখাইলে তিনি বলিয়াছিলেন, "কথাটি বলায় আমার একটু দোষ হইয়াছিল। তা তোমার বাবা বল্‌বেন বৈ কি, তবে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ; তাঁহারা পৃথিবীকে সমতল এবং ত্রিকোণ বলেন।" স্বধর্ম্মের ও স্বজাতির প্রতি ভক্তি, ভূদেব বাবুর পিতৃভক্তির সহিত জড়িত ছিল।

এই সময়ে তর্কভূষণ মহাশয়ের আর্থিক কষ্ট অত্যধিক হইয়াছিল। কোন রাজবাড়ীতে তিনি বার্ষিক ৫০ টাকা বৃত্তি পাইতেন। নূতন নূতন বিজ্ঞাপন বাঙ্গালা সম্বাদ পত্রে প্রকাশ হইতে থাকিলে সম্বাদ ভাস্করে ঐ রাজবাটী হইতে বিশেষ অগ্র পশ্চাৎ অনুধাবন না করিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় যে, অধ্যাপক মহাশয়েরা যেন বার্ষিক বৃত্তি লইতে কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে রাজবাড়ীতে

আসেন। ঐ বিজ্ঞাপন কাঙ্গালী জড় করার ঢেঁটরা দেওয়ার মত অশ্রদ্ধাজ্ঞাপক বোধে তেজস্বী তর্কভূষণ মহাশয় ঐ রাজ বাড়ীতে যাওয়া বন্ধ করিয়াছিলেন! কিন্তু ঐ বৃত্তি ছাড়ায় অর্থ কষ্ট বড়ই দারুণ হইয়াছিল। এই ঘটনাটী ভূদেববাবুর মনে চির-কালই জাগরূক ছিল।

হিন্দু কলেজে বাবু রামচন্দ্র মিত্রের ক্লাসে ভূদেববাবু একজন সর্দ্দার পোড়ো ছিলেন। বাড়ীতে নিজের পড়া শেষ করিয়া লইয়া তাঁহার এলাকার দশজন ছাত্রকে পড়াইয়া দিতে হইত। ঐ দশ জনের কেহ পড়া বলিতে না পারিলে সর্দ্দার পোড়োরই দোষ হইত। এখনকার স্বার্থপর ছেলেরা অনেকেই এ নিয়মে আপত্তি করিবেন—তাঁহারা হিন্দুর শিক্ষা ভুলিয়া যাইতেছেন। পরার্থেই যে সর্ব্বোচ্চ স্বার্থ জড়িত! পড়াইয়া দিতে পারিলে পড়া সর্ব্বাপেক্ষা পাকা হয়। ভোর সাড়ে তিনটা বা চারিটার সময় উঠিয়া নিজের লেখাপড়ার সব কাজ সারিয়া লওয়া তাঁহার চিরকালই অভ্যস্ত ছিল। ইহাতে অপরের কাজের জন্য সময় দিতে তাঁহার বিশেষ অসুবিধা হইত না। ঐ নিস্তব্ধ সময়ে শ্রান্তিশূন্য মস্তিষ্কে পড়াশুনা এবং জপ সাধনা দুয়েরই সুবিধা! এজন্য বাল্যকাল হইতেই ঐ সদভ্যাস অর্জ্জন সকলেরই করা ভাল।

হিন্দু কলেজে তিনি একজন উৎকৃষ্ট ছাত্রমধ্যে পরিগণিত ছিলেন। তথাকার পারিতোষিক এবং বৃত্তিসমূহ লাভ করায় তথায় তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি খুবই হইয়াছিল। তাঁহার পিতা তৎসন্নিধানে থাকিয়া সনাতন ধর্ম্মের গূঢ় তাৎপর্য্য সকলের সম্বন্ধে যেরূপভাবে ইংরাজী সাহিত্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অংশ সকল অপেক্ষাও উচ্চতর ভাব সকল সংস্কৃত শাস্ত্র রত্নাকর হইতে বাহির করিয়া

দেখাইতেন তাহাতে পাশ্চাত্য বিদ্যার প্রভাব তাঁহার স্বধর্ম্ম বিশ্বাসকে এবং জাতীয় মর্য্যাদার বোধকে কখনই অধিকক্ষণের জন্য ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই। অসাধারণ প্রতিভাশালী পাদরী ডাক্তার ডফের সংসর্গে পড়িয়া এবং মূর্ত্তিতে একাগ্রভাবে পূজার সহিত মূর্ত্তিপূজার প্রভেদ না বুঝিয়া কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাঠকালে সপ্তদশ বর্ষ মাত্র বয়সে অল্পকালের জন্য ভূদেব বাবুর হিন্দুধর্ম্মকে পৌত্তলিকতা বলিয়া সংশয় হয়, কিন্তু তিনি সে কথা তাঁহার পিতাকে সরলভাবে বলায় জ্ঞানী সাধক এবং দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন তর্কভূষণ মহাশয় ওরূপ কথাতেও অণুমাত্র ক্রুদ্ধ না হইয়া বলেন, "ভক্তিই পূজার একমাত্র উপকরণ; তাহা না লইয়া পূজা করিতে যাওয়া কপটতা; ঠাকুর দেবতার সঙ্গে কপটতা চলে না। তা ছাড়া "ছাত্রাণাংঅধ্যয়নং তপঃ"—ছাত্রদিগের নিবিষ্টচিত্তে অধ্যয়নেই তপ করা হয়। এখন তোমার ঠাকুর পূজা করিয়া কাজ নাই। কিন্তু আমি দৃঢ়ভাবে বলিতেছি যে, সনাতন ধর্ম্মের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিলেই তোমার স্বধর্ম্মে অচলা ভক্তি হইবে। তুমি জাতীয় ধর্ম্মের অবমাননা কখনই করিতে পারিবে না।" গায়ত্রী মন্ত্রের অর্থবোধ সহ ভূদেববাবুর সমস্ত ভ্রম কাটিয়া গিয়াছিল। তিনি পরে বহু পুরশ্চরণ করিয়া পূর্ণাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। হিন্দু সন্তানকে তাহার স্বধর্ম্মশিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থার যে একান্তই প্রয়োজন, তাঁহার আচার প্রবন্ধে এই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া ভূদেববাবু তাহা লিখিয়া গিয়াছেন।

হিন্দু কলেজে পাঠকালে মৌঃ আবদুল লতিফ ও মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। একদিন তিন জনে গল্প করিতে করিতে কে কি চাহেন তাহার কথা উঠিলে যিনি পরে নবাব বাহাদুর পদবী এবং ভোপালের রাজমন্ত্রিত্ব পাইয়াছিলেন, তিনি বলেন, "রাজদত্ত উচ্চপদ প্রার্থনা করি"; যিনি পরে মেঘনাদ

বধকাব্য রচনা করিয়াছিলেন তিনি বলেন "ইচ্ছা হয় বড় কবি হইতে পারি" ; যিনি পরে সামাজিক প্রবন্ধের রচয়িতা এবং বিশ্বনাথ ফণ্ডের স্থাপয়িতা হইয়াছিলেন তিনি (বর্ত্তমান ভারতের সুপুত্র মাত্রেরই যাহা ইচ্ছা করা উচিত সেই ইচ্ছা সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ করিয়া) বলিয়াছিলেন "জন্মভূমির কোন কাজে যেন অণুমাত্রেও লাগিতে পারি !'

ভূদেব বাবু ১৮৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে হিন্দু কলেজ হইতে বাহির হইয়া বাবু চণ্ডীচরণ মজুমদার, বাবু হরকালী মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁহার কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর সাহচর্যে টোলের পণ্ডিতের ন্যায় অর্থাগমের কোনরূপ ভাবনা না ভাবিয়া ইংরাজী বাঙ্গালা এবং সংস্কৃত বিদ্যার বহুল প্রচার দ্বারা স্বদেশীয় জনগণের অজ্ঞানমোচন চেষ্টায় প্রায় তিন বৎসরকাল ইতস্ততঃ স্কুল প্রতিষ্ঠিত করিয়া তথায় অধ্যাপনে ক্ষেপণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কনিষ্ঠা ভগিনীর বিবাহ উপলক্ষে পিতাকে অর্থ চিন্তা করিতে হইতেছে জানিতে পারিবামাত্র তিনি বাবু স্বরূপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট আড়াইশত টাকা ধার করিয়া পিতাকে দেন এবং ঐ ঋণ শোধ করিবার জন্য ডাঃ মোয়াটের নিকট পরদিনেই চাকরী প্রার্থী হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে দুইটী চাকরী খালি ছিল। হিন্দু স্কুলে ৭ম শিক্ষকের পদ ৭৫ টাকা বেতনে এবং মাদ্রাসা কলেজে ৫০ টাকা বেতনে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ। উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্র পড়াইতে পাইবার জন্য বাটী হইতে দূরস্থিত স্কুলে কম মাহিনার পদটীই তিনি গ্রহণ করেন। তিনি প্রাপ্ত বেতনের অর্দ্ধেকে ঋণ শোধ করিতেন। এবং অর্দ্ধেক বাটীতে খরচের জন্য দিতেন। ঋণ শোধ হইয়া গেলে সেইরূপ অর্দ্ধেক মাত্র খরচ জন্য দিয়া অপরার্দ্ধ ব্যাঙ্কে সঞ্চয়ার্থ রাখিতেন। এই ব্যবস্থার গুণে এবং তাঁহার নিজের উপর ব্যয় খুবই কম ছিল বলিয়া তিনি ধন

সঞ্চয় করিতে পারিয়াছিলেন।

ভূদেব বাবু ১৮৪৯ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে কলিকাতা মাদ্রাসার দ্বিতীয় শিক্ষকস্বরূপে সর্ব্বপ্রথম সরকারী চাকরী করিতে প্রবেশ করেন এবং সেই বৎসরেই দেড়শত টাকা বেতনে হাওড়া জেলা স্কুলের হেড মাষ্টার হন।

ভূদেব বাবু অতি অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার মুসলমান ছাত্রগণের অতিশয় প্রিয় হইয়া উঠিলেন। একজন অতীব নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তান হইলেও, কি মুসলমান, কি ভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত অপর জাতীয় কাহারও প্রতি কখন তাঁহার কোনরূপ বিরাগ ছিল না।

সনাতন ধর্ম্মের নির্দ্দিষ্ট পবিত্র পথে অবিরত নিবদ্ধদৃষ্টি তাঁহার পিতা তর্কভূষণ মহাশয়ের উদার হৃদয়ে পরধর্ম্ম বিদ্বেষের লেশ মাত্র ছিল না। "রুচীনাং বৈচিত্র্যাৎ ঋজুকুটিল নানা পথজুষাং নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব" (যেমন সকল নদীই আঁকিয়া বাঁকিয়া ভিন্নপথে সমুদ্রেই গিয়া পড়ে সেইরূপে হে ভগবন্! জনগণ রুচিভিন্নতা হেতু সরল বা কুটিল পথে তোমার নিকটই যাইতেছে) তর্কভূষণ মহাশয়ের হৃদয় সনাতন ধর্ম্মের এই উদার শিক্ষায় পবিত্রীকৃত ও "সর্ব্বদেবময়োঽতিথিঃ" (অতিথি সকল দেবতার আধার), "সর্ব্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ।" (অভ্যাগত ব্যক্তি সর্ব্বত্রই গুরুর ন্যায় পূজ্য) গৃহাগত ব্যক্তির প্রতি গৃহস্থের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আর্য্যশাস্ত্রের এইরূপ উচ্চাদর্শ গঠিত হইয়াছিল, সুতরাং পুত্রের মুসলমান ছাত্রগণ কেহ বাড়ী আসিলে তিনি তাহাদিগকে সযত্নে বসাইতে এবং জল খাওয়াইতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন না। ছাত্রেরা যে কোন মুসলমান মৌলবীর বাটীতে আসে নাই, একজন একান্ত আচার পরায়ণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাটীতে আসিয়াছে তাহা বাক্যে ইঙ্গিতে বা ব্যবহারে

কখন বুঝিতে পারিত না। উহাদের জন্য কাষ্ঠাসন এবং পিত্তলের ক্ষুদ্র নক্সা কাটা ঘটি ও রেকাবি ক্রয় করিয়া উত্তমরূপে পরিষ্কৃত রাখা হইয়াছিল। উহারা চলিয়া গেলে ঐগুলি আবার মাজিয়া ঘসিয়া অগ্নিস্পর্শ করাইয়া রাখা হইত। ফলতঃ ৺ তর্কভূষণ মহাশয়ের বাটীতে দেশাচারেরও অবজ্ঞা ছিল না এবং প্রকৃত প্রস্তাবেই অতিথি পূজা হইত।

যাহারা মনে করেন স্বধর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলে পরধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি যত্ন হয় না এবং অপরের ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাখ্যাপন খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর নূতন বিধান, তাঁহাদের প্রবোধের জন্যই এই ব্যবহার প্রণালী এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় উপরি উক্ত শাস্ত্রীয় বচন কয়েকটী বিশেষ করিয়া উদ্ধৃত করিয়াছি। মূর্খ গোঁড়া হিন্দুর কথা বলিতেছি না, কিন্তু সনাতন ধর্ম্মের উচ্চাধিকারী বিশুদ্ধ হিন্দুর জন্য নির্দ্দিষ্ট শিক্ষা অপেক্ষা উদারতর শিক্ষা ভূমণ্ডলে আর কখন প্রচারিত হয় নাই এবং "আজে বাজে" কাহার দ্বারা যে আবিষ্কৃত হইবে তাহাও সম্ভব নয়। এইটী একটু মনে রাখিয়া চলিতে পারিলে শাস্ত্রচর্চ্চাও বাড়ে এবং কোন আর্য্য সন্তানের নিত্য নিত্য ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তন করিতেও ইচ্ছা হয় না।

উচ্চ শ্রেণীর মুসলমান মৌলবীগণ যে ধর্ম্মজীবন ও ইন্দ্রিয় সংযমের পক্ষপাতী এবং তাঁহাদিগের ধর্ম্মও যে সর্ব্বপ্রকার ঐহিক সুখ সম্ভোগের বিরোধী, ইহা ভূদেববাবু এই মাদ্রাসা কলেজের চাকরীর সময় ভাল ভাল মুসলমানদিগের সংস্রবে আসিয়া সুস্পষ্টরূপেই জানিতে পারিয়াছিলেন। মুসলমানের প্রতি তিনি বরাবরই শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। তিনি বলিতেন "হিন্দু ও মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই। উভয়েই এখন একদেশবাসী সুতরাং একই মাতৃস্তন্যে উভয়ে পুষ্ট। ফলতঃ উহারা দুধ ভাই এমন বলা যাইতে পারে"।

ভূদেব বাবু তাঁহার পরিণত বয়সের লিখিত গ্রন্থ সামাজিক প্রবন্ধের স্থানে স্থানে মুসলমানদিগের সম্বন্ধে যে সকল অভিমতি প্রকাশ করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে মুসলমানদিগের সম্বন্ধে তাঁহার মনের ভাব বেশ বুঝা যায়। সামাজিক প্রবন্ধ ১৪ পৃঃ হইতে কয়েকটী স্থল নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।—

"ছাপরা নগরবাসী কয়েকটী ব্রাহ্মণ তত্রত্য একটি সুপ্রসিদ্ধ মৌলবীর সম্বন্ধে আমাকে বলিয়াছিলেন—"মহাশয়! মৌলবী সাহেব মুসলমান হইলে কি হয়, উনি এমনি পবিত্রাচার ও পবিত্র-মনা ব্যক্তি যে আমরা ব্রাহ্মণ হইয়াও যদি উহাঁর উচ্ছিষ্ট ভোজন করি তাহাতে আমরা অপবিত্র হইলাম এমন মনে করিতে পারি না।" বাস্তবিক, মুসলমান দিগের মধ্যে এমনি উদার-চেতা, পবিত্র-কর্ম্মা মহাশয় সকল আছেন বটে। আমি অনেকানেক প্রধান প্রধান মৌলবীর সহিত আলাপ করিয়া বুঝিয়াছি যে প্রকৃত জ্ঞান-সম্পন্ন মুসলমানেরা অত্যুন্নত আর্য্যমতবাদও গ্রহণ করিয়া আছেন। তাঁহাদিগেরই মধ্যে একজনের সহিত কথোপকথন কালে যখন শুনিলাম "উও হিয়ে হ্যায়" আমার বোধ হইল যেন "সর্ব্বং খ ল্বিদং ব্রহ্ম" এই বৈদিক মহাবাক্যটী কোন প্রাচীন ঋষির মুখ হইতে বিনির্গত হইল।"

"যে জাতির মধ্যে আজিও এমন সকল লোক বিদ্যমান আছেন, সেই জাতি যে আপনার অভ্যুদয় কালে নিরবচ্ছিন্ন অত্যাচারকারী দিগের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল, তাহা কদাপি বিশ্বসনীয় নহে। মুসল মানদিগের ভারতরাজ্য শাসনে আমাদিগের অনেক উপকার দর্শিয়াছে। তাঁহাদিগের রাজত্ব হইয়াছিল বলিয়াই সমস্ত ভারত বর্ষ একটী সর্ব্বপ্রদেশ সাধারণ প্রায় হিন্দিভাষাপ্রাপ্ত হইয়াছে—হর্ম্ম্য শিল্পের একটী উৎকৃষ্ট প্রণালী সুসংযুক্ত হইয়াছে—সৌজন্য-রীতির আদর্শ প্রাপ্ত হইয়াছে। মুসলমানদিগের নিকট ভারতবর্ষ

যথার্থতঃই মহা ঋণগ্রস্ত। কোন কোন মুসলমান নবাব, সুবা এবং বাদসাহ প্রজাপ্রপীড়ন করিয়াছিলেন সত্য; কিন্তু অনেকেই ন্যায়পরায়ণ ছিলেন; আর যাঁহারা অন্যায়াচারী ছিলেন তাঁহাদিগেরও অত্যাচার প্রায়ই দেশব্যাপী হয় নাই, দুই চারিটী ধনশালী এবং পদস্থ লোকের প্রতিই প্রযুক্ত হইয়াছিল।”

মাদ্রাসায় তিনি নিজের ক্লাশ পড়ান ছাড়া হেড মাষ্টার ক্লিঙ্গার সাহেবের সমস্ত পড়ানর কাজই করিয়া দিতেন এবং সুবিধা পাওয়ায় হেড মাষ্টার অনেক সময় স্কুল ছাড়িয়াই অন্যত্র চলিয়া যাইতেন। কিন্তু সে কথা পারদর্শক কর্ণেল রাইলি কলেজের মৌলভির নিকট জানিতে পারিয়া তর্জ্জনগর্জ্জনপূর্ব্বক ভূদেববাবুকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করাতেও তিনি বিনীতভাবে একই উত্তর দিয়াছিলেন—“অনুগ্রহপূর্ব্বক হেড মাষ্টারকেই জিজ্ঞাসা করুন।” কর্ণেল রাইলি ইহাতে তাঁহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা সমন্বিত হন এবং বলেন (young man always behave thus and you will succed in life) যুবক এইরূপ ব্যবহারই বরাবর করিও, জীবনে তোমার উন্নতি হইবে। কর্ণেল এরূপ কোপন স্বভাব ছিলেন যে, তাঁহাকে ভূদেব বাবুর অবিলম্বেই পদোন্নতি জন্য বিশেষ ভাবে সুপারিশ করিতে দেখিয়া কৌন্সিল অফ এডুকেশনের সেক্রেটরী ডাঃ মৌয়াট সাহেব ভূদেব বাবুকে বলেন, (How could you tame that tiger) “তুমি ঐ বাঘকে বশ করিলে কিরূপে?”

হাবড়া স্কুলে তিনি সর্ব্ব নিম্নশ্রেণী পর্য্যন্ত পাঠনার পরিদর্শন করিতেন। কোন ছেলে একান্ত অনাবিষ্ট বলিয়া উক্ত হইলে উহার অভিভাবককে বলিয়া ছেলেটাকে কয়েক দিনের জন্য নিজের বাসায় লইয়া যাইতেন এবং উহার শিক্ষা সম্বন্ধে কিরূপ কৌশল অবলম্বন করিলে তাহার অসুবিধার এবং অক্ষমতার

নিবারণ হইতে পারে তাহা নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষক ও বালকদিগের অভিভাবকদিগকে বুঝাইয়া দিতেন এবং বালকের মনে আশা উদ্যমের সঞ্চার করিয়া দিতেন। তাঁহার সময়ে হাবড়া স্কুলের সবিশেষ প্রসিদ্ধি হইয়াছিল। তাঁহার দ্বারা তথায় শিক্ষিত ও গঠিত-চরিত্র অনেকে সংসারে উন্নতি লাভ করিয়া গিয়াছেন।

মিঃ হজসন প্রাট ঐ সময়ে হাবড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। উহাঁর সহিত ভূদেববাবুর বিশেষ হৃদ্যতা হয়। ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রথমবারের বিজ্ঞাপনে হজসন প্রাট সাহেবের উল্লেখ আছে। ভূদেব বাবু তাঁহার সহিত কখন দেখা করেন না কেন, হাবড়া স্কুলে আসিয়া হজসন প্রাট সাহেব জিজ্ঞাসা করায় ভূদেব বাবু সরল-ভাবে বলিয়াছিলেন "সাহেবেরা সাধারণতঃ মন খুলিয়া কথা কন না এবং চাপরাসীরা তাঁহাদিগকে খবর দিতে দেরী করে এবং গা-ঘেঁসিয়া চলে। নচেৎ ভিন্ন সমাজের সুশিক্ষিত কর্ম্মিঠ ব্যক্তিদিগের সংস্রবে শিক্ষা লাভ ও স্বচিন্তার উদ্রেক করিয়া লইতে ইচ্ছা কেনই হইবে না?" ইহাতে সাহেব ব্যবস্থা করিয়া দেন যে, ভূদেব বাবু সাহেবের পড়িবার ঘরে অবাধে গিয়া বসিতে পারিবেন। ভূদেববাবুর একবার জ্বর হইলে সাহেব মেম তাঁহার বাসায় আসিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা ও শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। ভূদেব বাবুর দেহান্তের পর মিঃ প্রাট বিলাতে ঐ সংবাদ শুনিয়া তথা হইতে নিম্ন লিখিত কয়েকটি কথা সম্বাদ পত্রে লিখিয়া পাঠান—

"I see clearly as if it were yesterday that tall dignified figure in his pure white robe and those handsome features of fair complexion. He spoke with that thoughtfulness and gravity which mark the Hindu of high caste."

অর্থাৎ সেই সুপরিষ্কৃত শ্বেতপরিচ্ছদশোভিত, সুন্দর গৌর শরীর কান্তি, সমুন্নত, উচ্চাশয়তাসূচক আকৃতি স্পষ্টতঃ যেন চক্ষের উপর দেখিতে পাইতেছি। সেই কতদিনের দেখা শুনা আলাপ পরিচয় যেন গত পূর্ব্বদিনের ঘটনা বলিয়া মনে হইতেছে। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর স্বভাবসিদ্ধ চিন্তাশীলতা ও গাম্ভীর্য্যের সহিত তিনি কথাবার্ত্তা কহিতেন।

এই হজসন প্রাট সাহেবই বিলাতে অবস্থান কালে মধ্যে মধ্যে আপন পুত্রদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "who is my best friend in India" অর্থাৎ ভারতবর্ষের মধ্যে আমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট বন্ধু কে? ছেলেরা তাঁহার শিক্ষা মতে উত্তর দিত "ভূদেব মুখার্জ্জি"।

ভূদেব বাবুও বলিতেন "কর্ম্মক্ষেত্রে অনেক ভাল ইংরাজের সহিত আমার পরিচয় হইয়াছিল, এবং তাঁহারা সকলেই যে আমার বন্ধু হইয়া পড়িয়া ছিলেন, একথা আমি বলিতে পারি।" তিনি বলিতেন "ভাল ইংরাজের কাছে গেলেই কিছু না কিছু শিখিতে পারা যায়, এবং নিজেদের শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা সকল জানিয়া লইয়া আপনাদিগকে পুনরায় পূর্ব্বকালের মত ভাল করিয়া লইতে ইচ্ছার উদ্রেক হয়।" তিনি ইংরাজকে বর্ত্তমান ভারতে "সম্মিলন সাধক রাজা এবং বিধিপ্রেরিত শিক্ষক" ভাবেই দেখিতেন এবং উহাঁদের ব্যবহারিক কার্য্যশৃঙ্খলা, দলবন্ধনের ক্ষমতা, এবং প্রগাঢ় স্বদেশী প্রেম সম্বন্ধে উহাঁদের প্রতি যথেষ্ট ভক্তিপোষণ করিতেন।

১৮৫৬ সালে ভূদেব বাবু হুগলী নর্ম্মাল স্কুলের হেড মাষ্টার হন। এই কার্য্যে তিনি যে কিরূপ যত্ন, কিরূপ পরিশ্রম ও কিরূপ অভিনিবেশের সহিত অধ্যাপনাদি সম্পাদন করিয়াছিলেন তাহা বলিবার নহে। তখন হুগলী নর্ম্যালের ছাত্রকে শিক্ষকরূপে পাইবার

অন্য সকল স্কুল সেক্রেটরীই চেষ্টা করিতেন। বাবু ইন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁহার ছাত্রেরা তাঁহার প্রতি এরূপ ভক্তিমান ছিলেন যে তাঁহারা যে মন্ত্র শিষ্য বা পুত্র ভ্রাতুষ্পুত্র নহেন তাহা তাঁহাদের ব্যবহারে কেহ বুঝিতে পারিত না। ভূদেব বাবুর দেহান্তের কয়েক মাস মাত্র পূর্ব্বে ইন্দ্রকুমার বাবু তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। "অন্য গুরুকে আমার ভক্তি হইবে না বলিয়া আমি দীক্ষা লই নাই" এই কথা শুনিয়া ভূদেব বাবু দীক্ষা দিতে বাধ্য হয়েন। যাহাতে ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মনে শিক্ষক সম্বন্ধে ভারতীয় মহোচ্চাদর্শের মলিনতা না ঘটে এরূপ শিক্ষাদাননীতিই তিনি অবলম্বন করিয়াছিলেন।

নর্ম্ম্যাল স্কুলে থাকিতে থাকিতেই ভূদেব বাবুর প্রথম পুত্র মহেন্দ্রদেব মুখোপাধ্যায়ের দ্বাদশবর্ষ মাত্র বয়ঃক্রমকালে মৃত্যু হয়। ঐ অল্প বয়সেই বালক এণ্ট্রান্স ক্লাসে উঠিয়াছিল। মহেন্দ্রদেবের তুল্য বুদ্ধিমান ও স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন বালক অতি বিরল। একদিন ভূদেববাবু অন্ধকারে বসিয়া অঙ্গুলি দিয়া পুত্রের হাতে চিত্র অঙ্কিত করিয়া ইউক্লিডের পঞ্চম প্রতিজ্ঞার প্রমাণটী বলিয়া দিয়াছিলেন। বালক তাহাতেই ঐ প্রতিজ্ঞাটি সুন্দররূপে বুঝিতে পারিয়াছিল। জ্বর হইয়া কয়েক ঘণ্টামাত্র মধ্যে বালকের মৃত্যু হয়।

পারিবারিক প্রবন্ধের "গৃহে মৃত্যু ঘটনা" প্রবন্ধটিতে এই ঘটনাটির উল্লেখ আছে *। তর্কভূষণ মহাশয় সর্ব্বক্ষণই শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া অহোরাত্র পীড়িত বালকের শুশ্রূষা করিয়াছিলেন কিন্তু

* সংসারে থাকিতে গেলেই কখন না কখন মৃত্যু ঘটনা দর্শন করিতে হয়। × × × আমার প্রিয়তমকে হঠাৎকারে রোগাক্রান্ত হইয়া একেবারে উবিয়া যাইতে দেখিয়াছি এবং বজ্রাহতবৎ চেতনাশূন্য হইয়াছি। × × × আমি অনেক দিন বাঁচিয়া আছি। মৃত্যু অনেক রূপেই আমাকে দেখা দিয়াছে।

শেষ হইয়া গেলে নির্ব্বিকৃত মুখেই উঠিয়া গঙ্গাস্নানে গেলেন।

তর্কভূষণ মহাশয় যাবজ্জীবন আত্মসংযম অভ্যাস করিয়া এতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছিলেন যে, এরূপ শোকাবহ ব্যাপারেও একদিনের জন্যও তাঁহার দুঃখ প্রকাশ হইতে পায় নাই। ভূদেব বাবু শোক দুঃখাদি বিষয়ে অনেকটা আপন মাতৃভাবেরই অধিকার করিয়াছিলেন। উত্তরকালে অভ্যাস দ্বারা এবিষয়ে আপনাকে অনেকটাই সংযত করিতে পারিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ঐ সময়ে শোকের বিশেষরূপ বশীভূতই ছিলেন। পুত্রের এই মৃত্যুব্যাপারে তিনি এতদূর অভিভূত হইয়া পড়িলেন যে নিদ্রিতাবস্থায় প্রায়ই স্বপ্ন দেখিয়া চমকিত হইতেন। এমন কি জাগ্রত অবস্থায়ও তাঁহার সময়ে সময়ে বোধ হইত যেন পুত্র নিকট দিয়া দৌড়িয়া গেল।

মহেন্দ্রদেব ইংলণ্ডের সাক্সন ভূপতি মহাত্মা আলফ্রেডের একটী জীবনী বাঙ্গালা ভাষায় লিখিয়াছিলেন। ভূদেব বাবু সেই কাগজ গুলি মধ্যে মধ্যে দেখিতেন। আত্মীয়েরা মনে করিলেন যে এগুলি সর্ব্বদা দেখায় তাঁহার শোক কমিতে পাইতেছে না। কেহ অজ্ঞাতসারে লইয়া কাগজগুলি নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। ভূদেব বাবু সে জন্য বরাবরই দুঃখ প্রকাশ করিতেন; বলিতেন "সে ত গিয়াছে, কিন্তু একেবারে যে নিশ্চিহ্ন হইয়াছে ইহাতেই আমার অধিক দুঃখ।"

প্রথমজাত বিশিষ্টরূপ বুদ্ধিসম্পন্ন এই পুত্রটি ভূদেব বাবুর নিজের মনে কিরূপ ভাবের উদ্রেক করিয়াছিল তিনি তাঁহার রচনাবলীর অনেক স্থলেই তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার উল্লেখ পারিবারিক প্রবন্ধের উৎসর্গে আছে—"কৈ?—একি হইল?—সেইটী?—সেই সর্ব্ব প্রথমরটী?—সেই সাক্ষাৎ দেব তুল্য শক্তিসম্পন্নটী?—সেটী কোথায় গেল?—আর এখানে

থাকিব না! বৃক্ষবাটীকা হইতে বাহির হইয়া সে যথা গিয়াছে সেই খানেই যাইব।—বাহির হই—হাত ধরিলেন—নিকটে একটী গাছ ছিল, তাহার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন। দেখিলাম গাছটীর তলায় অনেকগুলি অপক্ক কুঁড়ি পড়িয়া রহিয়াছে। অশ্রুপূর্ণ-নয়নে বাষ্পাদিগ্ধ গদ্‌গদ্ স্বরে বলিলেন, "মুকুল যত হয় ফল তত হয় না।" তথ্য বুঝিলাম। থামিলাম। ইতি প্রবোধ দায়িনী—"

তাঁহার নর্ম্যাল স্কুলের ছাত্রদিগের যাহাতে মফস্বলে চাকরী প্রাপ্তির সুবিধা হয় এবং তাঁহার সহিত চিঠি পত্র লেখালেখি রাখিয়া তাঁহাদের শিক্ষাদান কার্য্যে বরাবর উৎসাহ সম্পন্ন থাকে সেজন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিতেন।

ক্রোড়পতি কার্ণেগি বলিয়াছেন যে, উন্নতিকামী ব্যক্তিগণ যেন নিজেদের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া আরও কিছু বেশী করেন। নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ভাল না করিলে মান থাকে না এবং সে কাজও যায়; উহা ভাল করিয়া করিলে সে কাজ থাকে ও সম্মান থাকে, তাহা ছাড়াও অন্য কার্য করিলে তবে উন্নতি হয়। ভূদেববাবুর জীবনে এই সূত্রের যাথার্থ্য সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। মফস্বলের সহিত সম্বন্ধ রাখায় তিনি ইন্স্পেক্টার উড্রো সাহেব যখন ছুটী লয়েন তখন তাঁহার পদে আগত মেডলিকট সাহেবের শিক্ষা বিভাগের বিষয় কিছু জানা না থাকা উপলক্ষে ছয় মাসের জন্য সহকারী ইন্স্পেক্টার পদ প্রাপ্ত হন। মেডলিকট সাহেবের সহিত ভূদেববাবুর এরূপ প্রকৃত হৃদ্যতা হইয়াছিল যে, পরে মেডলিকট সাহেব উন্মাদরোগগ্রস্ত হইলে ভূদেববাবু তাঁহার কুঠীতে তাঁবু ফেলিয়া ৪০ দিন বাস করিয়াছিলেন এবং শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। তিনি "মেডলিকট" বলিয়া ডাকিলে সাহেব ঠাণ্ডা হইয়া খাইতেন ও শুইতেন; মেম সাহেব

যা অপর কেহ তাঁহাকে কথা শুনাইতে পারিতেন না। সামাজিক প্রবন্ধের প্রথম অধ্যায়ে "শ্রদ্ধাভাজন ইয়ুরোপীয়" বলিয়া এই মেডলিকেট সাহেবেরই উল্লেখ আছে। ১৮৬২ সালের জুলাই মাসে স্কুল সমুহের সহকারী ইনস্পেক্টর হইয়া কয়েকটি প্রধান জেলায় প্রাথমিক শিক্ষার বৃদ্ধি সম্বন্ধে সেক্রেটরী অফ ষ্টেটের অভিপ্রেত বিষয় কার্য্যে পরিণত করণে প্রধান সহায় হন। ১৮৬৩ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি অতিরিক্ত ইনস্পেক্টর নিযুক্ত হন এবং স্বতন্ত্রভাবে তাঁহার উপর কার্য্যভার ন্যস্ত করা হয়। গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত বিষয় তিনি সুশৃঙ্খলায় কার্য্যে পরিণত করণে সফলকাম হয়েন এবং এই কার্য্যের পুরস্কারস্বরূপে তিনি শিক্ষা বিভাগের উচ্চতর পদে উন্নীত হন। ১৮৬৯ সালে উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাব প্রদেশের প্রাথমিক শিক্ষাসম্বন্ধে হলকাবন্দী প্রথার কাজ কর্ম্ম দেখিয়া রিপোর্ট করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে উক্ত অঞ্চলে পাঠাইয়া দেন। তাঁহার প্রদত্ত এতৎ-সংক্রান্ত রিপোর্ট বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট, ভারত গবর্ণমেণ্ট এবং ষ্টেট সেক্রেটরীর অনুমোদিত হয়। স্যর এস্‌লে ইডেন বলিয়াছিলেন, (It is a gem of a report) ইহা রিপোর্টের মধ্যে রত্নবিশেষ। এই রিপোর্টে ভূদেব বাবু তাঁহার বক্তব্য সকল কথা তাঁহার বিরুদ্ধমতবাদীদিগের ছাপান রিপোর্টের কথা উদ্ধৃত করিয়াই প্রমাণ করিয়া দিয়া বঙ্গদেশে শিক্ষাকর স্থাপন প্রস্তাব রোধ করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে বেতন বৃদ্ধি না দিয়া যেন উপযুক্ত বুঝিলে পদোন্নতি দানে উৎসাহিত করা হয়; তিনি এ দেশের লোক, ইউরোপীয় কর্ম্মচারীদিগের অপেক্ষা কম বেতনে চালাইতে পারেন; কিন্তু পদোন্নতি না দিলে যে অক্ষমতার আরোপ করা হয় তাহা বড়ই কষ্টকর। অতঃপর সার্কেল

ইন্‌স্পেক্টর নিযুক্ত হইয়া ক্রমশঃ মাসিক ১৫০০ টাকা বেতনে তিনি শিক্ষা বিভাগের প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হন। ১৮৭২ অব্দে তাঁহার পত্নী বিয়োগ হয়। ঐ সময়ে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া ছিল। সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল তাঁহাকে স্পষ্টবাদিতা জন্য অপছন্দ করায় সেই সময়ে তিনি ছুটী লইয়া আসাম ও ব্রহ্মদেশে পরিভ্রমণ করেন। সেই সময়ে ব্রহ্মদেশের কমিশনর (পরে ছোট-লাট) ঈডেন সাহেব তাঁহার সম্বন্ধে স্যর জর্জ্জ ক্যাম্বেলকে যে পত্র লেখেন তাহাতে বলেন—Let me say a word to you about my old friend Babu Bhoodeb Mookerjea. Bhoodeb has many of the higher qualifications of the Europeans and very few of the failings of his countrymen. × × I should like to think that even five out of ten of our civilians are as conscientious workers অর্থাৎ আমার বহুদিনের বন্ধু বাবু ভূদেব মুখার্জ্জি সম্বন্ধে একটি কথা বলি। ইউরোপীয়ের অনেক উচ্চ গুণ ভূদেবে আছে এবং তাঁহার দেশীয় লোকেদের মধ্যে যে সকল ত্রুটি দেখিতে পাওয়া যায় সে সকল তাঁহাতে নাই বলিলেই হয়। আমাদের সিভিলিয়ানদলের দশজনের মধ্যে পাঁচজনও তাঁহার ন্যায় বিবেকী কর্ম্মচারী, ইহা মনে করিতে পারিলেও আমার সুখ হয়।

১৮৭৭ সালে তাঁহার উপর পাটনা (৭) (তখন ত্রিহুত কমিশনরী পৃথক হয় নাই) ভগলপুর (৫) বর্দ্ধমান (৬) ও উড়িষ্যা (৩) বিভাগের মোট ২১টি জিলার শিক্ষাসংক্রান্ত ভার অর্পণ করা হয়। তাঁহার নিম্নে কয়েকজন আসিষ্টাণ্ট ইনস্পেক্টর ছিলেন ইহার পর গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সি আই ই উপাধি দেন। শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর শ্রীযুক্ত ক্রফ্‌ট সাহেব ঐ সময়ে অসুস্থ হইয়া

তিন মাসের ছুটী লইতে চাহিলে তাঁহারই ঐ উচ্চ পদে একটিনি করার প্রস্তাব হয়; কিন্তু তৎকালে ইউরোপীয় ইনস্পেক্টর এবং কলেজের প্রিন্সিপ্যাল কেহ কেহ ক্রফট সাহেবকে ছুটী লইতে নিষেধ করেন এবং বলেন যে, স্বজাতীয়দিগকে এদেশীয়ের অধীনস্থ করিয়া স্বাস্থ্য অর্জ্জন অপেক্ষা তাঁহার মৃত্যুও শ্রেয়ঃ। ইহাতে ক্রফট সাহেব ছুটী লয়েন নাই এবং হয়ত তাঁহার আরোগ্য হওয়া সম্বন্ধে তাঁহার স্বসমাজের কুসঙ্গ লোকদিগের দৃঢ় ইচ্ছা শক্তির প্রয়োগেই তাঁহার অসুখ সারিয়া যায়! স্বসমাজের মুখাপেক্ষিতায় ইংরাজ সকল জাতির শ্রেষ্ঠ।

বেহারের আদালত সমূহে পারসী অক্ষরের (ইহার যাবনিক বা যবনী বা যাবনী নাম দেওয়া হইয়া থাকে) পরিবর্ত্তে নাগরী অক্ষর চালাইবার নিমিত্ত তাঁহারই পরামর্শে গবর্ণমেণ্ট প্রবর্ত্তিত করেন। হিন্দুদিগের অনেক (কায়স্থেরা) উর্দ্দুর পক্ষপাতী একথা ঐ সময়ে উঠিলে তিনি ছোটলাট ঈডেন সাহেবকে সরল ও সত্য পূর্ণ মনে সহজ ভাবেই বলেন, "বিহারী হিন্দু বালকেরা তাহাদের চলিত মাতৃভাষা হিন্দী, ধর্ম্মের ভাষা সংস্কৃত এবং রাজভাষা ইংরাজী শিখিবে, বিহারী মুসলমান বালকেরা চলিত ভাষা হিন্দী, ধর্ম্মের ভাষা আরবী, এবং রাজ ভাষা ইংরাজী শিখিবে ইহা সঙ্গত। বিহারী কোন বালককেই উর্দ্দু বা পারশী শিখিতে বাধ্য করা হয় কেন? পূর্ব্বের রাজা মুসলমানগণ হিন্দীকে ঐরূপ বিকৃত করিয়াছিলেন এবং বিদেশ পারস্য হইতে একটী ভাষা আমদানী করিয়াছিলেন বলিয়া? সে হিসাবে যে ইংলণ্ডে স্যাক্শন বিজেতাদিগের জর্ম্মাণ ভাষা এবং নর্ম্ম্যান বিজেতাদিগের ফরাসী ভাষা আজও অক্ষুণ্ণ ভাবে প্রচলিত রাখা উচিত হইবে। এবং এদেশে কোন সুদূরবর্ত্তীকালে (সংসারে কিছুই ত চিরস্থায়ী নয়) ইংরাজ রাজত্ব লোপ হইয়া গেলেও যে বিহারী বালককে হিন্দী উর্দ্দু সংস্কৃত

এবং পৃথক্ অপর কোন রাজ ভাষা ভিন্ন ইংরাজীও পড়িতে হইবে!” ঈডেন সাহেব এই বিচারের সোজা সাফ কথায় খুবই তুষ্ট হইয়া হাসিয়া স্বীকার করেন যে, যে কোন বালকের প্রতি তিনটী ভাষার চাপই যথেষ্ট।

হিন্দী প্রচলনে ভূদেব বাবুর উপর বেহারবাসীরা এতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে তাঁহার প্রশংসাবাদ করিয়া বেহারে অনেক গীত রচিত হয় এবং ঐ গীতগুলি শীঘ্রই লোক সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়া পড়ে। ধর্ম্ম উপদেশক পণ্ডিত অম্বিকা দত্ত ব্যাসজী রচিত যে দুইটী গীত এখানে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে তাহা ডাঃ গ্রিয়রসন সাহেবের প্রণীত বিহারী ব্যাকরণমালার ভোজপুরী খণ্ডে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

নাগরী অক্ষর কচহরিয়োঁ মে চলিত হোনে কে বিষয় মেঁ সরকার কী প্রশংসা—

পূরবী গীত

ধন্য ধন্য গবর্ণমেণ্ট। পরজা সুখদায়ী।
যামনীকে দূর করী। নাগরী চলাই ॥১
“ভুবন দেব” করি পুকার। লাট নিকট যাই।
পরজা দুঃখ দূর করহু। যামনী দুরাই ॥২
নানাবিধি জাল হোত। যামনী মেঁ রাই।
পরজা মন হরষ হোত। বিদ্যা নিজ পাই ॥৩
ধন্য বুদ্ধি ধন্য বিচার। ধন্য অন্তর ভাই।
করি নেয়ায় হিন্দ বীচ। হিন্দুই চলাই ॥
পরজা নিত সুযশ গাব। অম্বিকা মনাই।
যবলে চন্দ সূর্য্য রহে। রাজ রহে মাই ॥৫

(২)

হুকুম ভইল সরকারী।

রে নর শিখো নাগরিয়া ॥ ধুয়া ॥
যামন জী সে দেহু তুরাই
পঢ়ি গুণ কাজ কর নরকরিয়া ॥১
লে পোথী নিত পাঠ করহ অব।
যামনী গ্রন্থ দেহু পৈসরিয়া ॥২
অবলে নাগরী আবত নাহীঁ।
কৈথী অচ্ছর লিখ কচ্ হরিয়া ॥৩
ধন্য মন্ত্রী প্রজা হিতকারী।
অম্বিকা মনাবত রাজ ভিক্টোরিয়া ॥ ৪

হিন্দীভাষা সম্বন্ধে ভূদেব বাবুর উচ্চধারণা তাঁহার সামাজিক প্রবন্ধের "ভবিষ্যবিচার—ভাষাবিষয়ক" প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য :—

(১) "বিদ্যাচর্চ্চার বৃদ্ধির সহিত সংস্কৃত রত্নাকর হইতেও বহু পরিমাণে শব্দরত্নের উদ্ধার হইয়া চলিত ভাষায় মিশিয়া যাইবে। এইরূপ হইতে হইতে আমাদের বিভিন্ন ভাষাগুলি পরস্পর সমীপবর্ত্তী বই দূরবর্ত্তী হইবে না; অর্থাৎ ভাষাসমস্ত একতার দিকেই চলিবে। ভারতবাসীর চলিত ভাষাগুলির মধ্যে হিন্দী-হিন্দুস্থানীই প্রধান এবং মুসলমানদিগের কল্যাণে উহা সমস্ত মহাদেশ ব্যাপক, অতএব অনুমান করা যাইতে পারে যে উহাকে অবলম্বন করিয়াই কোন দূরবর্ত্তী ভবিষ্য কালে সমস্ত ভারতবর্ষের ভাষা সম্মিলিত থাকিবে।" (সামাজিক প্রবন্ধ ২২৫ পৃঃ)

(২) বিরাট ভারত সমাজের সকল অংশের সহিত সহানুভূতি বৃদ্ধি উপলক্ষে হিন্দীভাষার ব্যবহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:—"স্বদেশীয় লোকের প্রতি সর্ব্বদা সমাদর প্রদর্শন করিতে হয়। আমরা এক পুণ্যভূমিতে জাত এবং পালিত এবং আমাদের অন্তঃকরণের গঠন পরস্পর অভিন্ন এই ভাবটী মনে জাগরূক রাখিতে হয়। ভারতবর্ষের অধিক লোকেই হিন্দী ভাষায় কথোপকথন

করিতে সমর্থ। অতএব ভারতবাসীর বৈঠকে ইংরাজীর ব্যবহার না করিয়া হিন্দীতে কথোপকথন করাই ভাল। পত্রাদি লিখিতেও সাধারণতঃ ইংরাজীর ব্যবহার পরিত্যক্ত হওয়া বিধেয়। প্রতিবাসী বা স্বদেশী যদি মুসলমান খৃষ্টান বৌদ্ধ অথবা অপর কিছু হয়েন, তাহাতেও ব্যবহারাদির ব্যতিক্রম হইতে পারে না। হিন্দুর মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, নবশাখ, , অন্ত্যজাদি আছে বলিয়া প্রতিবাসীদের মধ্যে পরস্পর ব্যবহারে ত কোন ভেদ করা যায় না। মুসলমান, খৃষ্টান, ও ব্রাহ্ম প্রভৃতির সহিতও সেইরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। ভারতসমাজে বর্ণভেদ প্রথা থাকায় পরস্পর সহানুভূতি বাড়িলেই অপর ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে অতি অল্পায়াসে সমাজান্তর্গত করিবার পথ পড়িয়া রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।" (সামাজিক প্রবন্ধ ২৮৫ পৃঃ)

(৩) বিবাহ সম্বন্ধীয় সংস্কার উপলক্ষেও তিনি হিন্দী ভাষার উল্লেখ করিয়াছেন;—

"একই বর্ণের লোকের মধ্যে যে অবস্থান ভেদ জনিত বিবাহ প্রতিষেধ এখন দেখা যায় তাহা জাতিভেদ নয়। যাতায়াতের সৌকর্য্যের সহিত সর্ব্বত্রই ঐ আগন্তুক সঙ্কীর্ণতা আপনা হইতেই মিটিয়া যাইবে বলিয়া বোধ হয়। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশবাসী ব্রাহ্মণ কায়স্থ বণিক্ প্রভৃতির মধ্যে প্রদেশ নির্ব্বিশেষে আপনাপন বর্ণমধ্যে বিবাহ চলিলে ভারত সমাজ দৃঢ়সম্বদ্ধ এবং হিন্দীভাষা অধিকতর প্রচলিত হইয়া উঠে। এরূপ সংস্কার প্রার্থনীয়।" (সামাজিক প্রবন্ধ ২৩৬ পৃঃ)

বাঙ্গালা হইতে তিনি বহুসংখ্যক পুস্তক হিন্দীতে অনুবাদ করাইয়াছিলেন এবং নূতন হিন্দী পুস্তক রচনা- সম্বন্ধে স্কুলের প্রাইজ ফণ্ড হইতে বিশেষ উৎসাহ দিয়াছিলেন।

পণ্ডিত শিব নারায়ণ ত্রিবেদী, পণ্ডিত ছোটুরাম ত্রিবেদী এবং

বাবু রামদেনী সিংহ তাঁহার এই কার্য্যে সংসৃষ্ট ছিলেন। তিনি তাঁহার পরম প্রীতিভাজন পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়কে বাঁকীপুর হইতে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার একটু উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

"এ প্রদেশ হইতে ফারসী দপ্তর উঠিয়া যাইবার আদেশ হওয়ায় মুসলমানেরা এবং মুসলমান সদৃশ হিন্দুরাও অনেকে গোলমাল করিতেছে। আমার প্রতিই অনেকে দোষারোপ করিতেছে এবং যাহারা ফারসীর পক্ষ নহে, তাহারা আমার প্রতি যৎপরোনাস্তি অনুরাগ দেখাইতেছে। বাস্তবিক ঐ কার্য্যটিতে আমার হাত কতদূর আছে তাহা আমি নিজেই বলিতে অক্ষম। কিন্তু যদি কিছু থাকে তবে যে তাহা আত্মপ্রসাদের একটি কারণ তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। ফারসী উঠিয়া যায় এরূপ চেষ্টা আমি বিহারে আসিয়া অবধিই করিয়াছি। জাতীয় ভাষার (হিন্দীর) বিদ্যালয়গুলি আমার এখানে আসিবার পূর্ব্বে অনাদৃত ছিল। আমি সেগুলির আদর করিয়াছি এবং সেই জন্যই আমার এখানে আসায় বিদ্যালয় সংখ্যা ১০।১৫ গুণ বাড়িয়া উঠিয়াছে। আমার পূর্ব্বে ফারসীর পরিবর্ত্তে নাগরাক্ষর চালাইবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট অনুমতি দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা সর্ব্বসাধারণের মনোমত হয় নাই। নাগরী কায়েতী অক্ষরের প্রচলন হয় একথা আমিই বলিয়াছিলাম ও সে জন্য যত্ন করিয়াছিলাম। ১৮৩৯ ইংরাজী অব্দে বঙ্গদেশ হইতে ফারসী দপ্তর উঠিয়া যায়। সেই অবধি বাঙ্গালার উৎকর্ষ আরম্ভ হয়। সেই অবধি বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধির সূত্রপাত হয়। হিন্দী হওয়াতে বিহারে কি সেইরূপ হইবে না? কেন হইবে না? আমার আশা এইরূপ যে, বাঙ্গালায় যাহা ৪০ বৎসরে হইয়াছে, বেহারে ১৫।১৬ বৎসরের মধ্যে সেইরূপ উন্নতি দেখা দিবে। আমার ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষুদ্রকর্ম্মগুলির মধ্যে এই কার্যটির

সংস্রব সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ কার্য্য বলিয়া মনে করিতে পারি। কিন্তু এইরূপ ভাব নিতান্ত স্থূল দর্শনের ফল। প্রকৃত দৃষ্টিতে "আমি" কিছুই করি নাই। যে সকল শক্তিতে মনুষ্য সমাজে প্রধান প্রধান পরিবর্ত্তনগুলি সংঘটিত হইয়া থাকে, সেইগুলি কাল সহকারে এইদিকে ঝুঁকিয়াছিল। সেই ঝোঁকটি সুপরিস্ফুটরূপে আমার অন্তরে উদ্বুদ্ধ হয়। সুবিধা থাকায় সেইদিকে চেষ্টা করিতে থাকি। অতএব ইহাতে আমার কৃতিত্ব কিছুই নাই।"

অধ্যাত্ম দর্শনোন্মুখ ব্যক্তির মনে কিরূপভাবে ঐশী শক্তির দিকেই দৃষ্টি থাকে এবং অহং জ্ঞান দূরীকৃত হইয়া যায় তাহা এই পত্রখানি হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে।

ভূদেব বাবুর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে বৈদেশিক জীবন চরিত হইতে বালকদিগের শিক্ষার এক অংশের বিশেষ ক্ষতি হয়। তাহাদের মনে হয় যে, এদেশে বুঝি উদাহরণ দিবার উপযুক্ত ভাল লোক জন্মেন না। তিনি এই জন্য উৎসাহ দিয়া চরিতাষ্টক নীতিপথ এবং রামচরিত লিখাইয়া ছিলেন। প্রত্যেক জেলার ভূগোল পড়ান ভাল এজন্যও চেষ্টা করিয়াছিলেন। হিন্দী "গয়া কি ভূগোল" অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল।

১৮৮২ সালে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নিযুক্ত হন। ঐ সময়ে শিক্ষা কমিশনেরও সদস্য নিযুক্ত থাকায় বাঙ্গালার প্রাদেশিক রিপোর্ট প্রস্তুত করণের ভার তাঁহার উপর অর্পিত হয়। ঐ রিপোর্ট সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। তবে সভ্যদিগের অধিকাংশের মতের (ভোটের) জোরে উহা সমিতিতে পাঠকালে অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। ছাপান রিপোর্টে তাঁহার প্রস্তুত পাণ্ডুলিপির সহিত অনেক স্থলেই মিল নাই।

১৮৮৩ সালের জুলাই মাসে তিনি সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তদনন্তর তিনি ৺ বারাণসীধামে যাইয়া

কয়েক বৎসর তথায় বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। পরমহংস শ্রীমৎ ভাস্করানন্দ স্বামী তাঁহাকে ভালবাসিয়া 'পিতা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ৺ বারাণসী ধামে আনন্দবাগে স্বামিজীর যে প্রস্তরময়ী মূর্ত্তির পূজা হয় তাহার নিম্নে খোদিত সংস্কৃত শ্লোকটী ভূদেব বাবুর রচিত। শ্রীমৎ বালরাম স্বামী তাঁহাকে ভালবাসিয়া চুঁচড়ার বাড়ীতে অনেকদিন ছিলেন। বারাণসী হইতে চুঁচুড়ায় ফিরিয়া আসিয়া (১৮৬৩ সাল হইতে চুঁচুড়াতেই তাঁহার বাস হইয়াছিল) সংস্কৃত শিক্ষার উন্নতি সাধন কল্পে এবং এ প্রদেশে বেদান্ত দর্শনের যাহাতে চর্চ্চা হয়, সেই উদ্দেশ্যে তিনি ১৮৮৯ সালের ১৭ই এপ্রেল তারিখে চুঁচুড়ার বাটীতে পিতার নামে একটী চতুষ্পাঠী সংস্থাপিত করেন। ১৮৯৪ সালের ৬ই জানুয়ারী তারিখে তিনি স্বীয় পিতার নামে "বিশ্বনাথ ফণ্ড" নাম দিয়া একটি ধনভাণ্ডার সংস্থাপনে এক লক্ষ যাট হাজার টাকা দান করিয়া দলিল রেজেষ্টারী করেন। তাঁহার পিতৃবংশীয়দিগের মধ্য হইতেই বিশ্বনাথ ফণ্ড সমিতির সভ্য নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু দলিলে সর্ত্ত আছে যে, ট্রষ্টিরা কোনকালে কার্য্য ঠিক না চালাইলে গবর্ণমেণ্ট উহার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। ভবিষ্যতে আয় কমিয়া না যায় এজন্য বার্ষিক আয়ের পঞ্চমাংশ মূলধনে যোগ হইবে এরূপ ব্যবস্থা আছে। সুদি কাগজ পত্র বেঙ্গল ব্যাঙ্কে জমা আছে। প্রতি বৎসর এডুকেশন গেজেটে ইহার আয় ব্যয়ের হিসাব ও বৃত্তি তালিকা প্রকাশিত হয়। উচ্চ সংস্কৃত বিদ্যার উন্নতিকল্পে এই ফণ্ডের সংস্থাপন হয়। বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার শ্রুতি স্মৃতি ও দর্শনের অধ্যাপকদিগকে বার্ষিক অন্যূন ৫০ টাকা বৃত্তি এবং ৺ কাশীধামে ছাত্রদিগকে অন্যূন ৩০ টাকা বৃত্তিদানের ব্যবস্থা আছে। দুইটী দাতব্য ঔষধালয়—একটী কবিরাজী ও একটী হোমিওপ্যাথি ইহার অন্তর্গত। ঔষধা-

লয়টি সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণামূর্ত্তি তাঁহার মাতৃদেবী "ব্রহ্মময়ী দেবী"র নামানুসারে "ব্রহ্মময়ী ভেষজালয়" নামে অভিহিত করেন।

ভূদেব বাবু বলিতেন যে, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এদেশীয়দিগের সকল বিষয়ে উন্নতি জন্য যে সকল চেষ্টা করিতেছেন কৃতজ্ঞতা সহকারে তাহার সম্পূর্ণ উপকার গ্রহণ করা এদেশীয়দিগের উচিত। কিন্তু সকলেরই নিজের ধর্ম্মে থাকা ও ঠিক থাকা চাই এবং নিজেদের শিল্প রক্ষার চেষ্টা করা চাই। অন্য সকল কার্য্যেই—এমন কি এদেশের লোকের আগ্রহ ও স্বচেষ্টা বিশিষ্ট-রূপে দেখিলে ম্যাঞ্চেষ্টার এবং বার্ম্মিংহামের চাপও কাটাইয়া "কোন সময়ে" শিল্পোন্নতি সম্বন্ধেও—গবর্ণমেণ্ট আমাদের নেতা ও সহায় হইতে পারেন, কিন্তু আমাদের স্বধর্ম্ম শিক্ষার ব্যবস্থা জন্য ব্যয় আমাদের নিজেদেরই করিতে হইবে। এদেশে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে নিরপেক্ষ থাকা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। সকল ধর্ম্মেরই শিক্ষায় সাহায্য করিতে পারার উপযুক্ত উদারতা হিন্দুর সংশ্রবে এবং শিক্ষায় ইয়ুরোপীয়দিগের মধ্যে থিয়সফিষ্টেরা মাত্র এতকালে পাইতেছেন। পৃথিবীর কোন বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টই তাহা এখনও প্রাপ্ত হন নাই।

ভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রথম স্থাপনাকালে তিনি এই ধর্ম্ম শিক্ষা সম্বন্ধেই বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে ধর্ম্ম সম্বন্ধে সংসারবিরাগী সন্ন্যাসী নেতার প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া তিনি ঐ সময়ে মহাত্মা বালরাম স্বামিজীর নাম উল্লেখও করিয়াছিলেন। বিশ্বনাথ ফণ্ড মুখ্যতঃ সেই ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষার উদ্দেশ্যেই স্থাপিত। ভদ্রগ্রাম মাত্রেই এক একটি সংস্কৃত পাঠশালা স্থাপিত হইয়া সদাচারী, নির্লোভ, তেজস্বী এবং সুপণ্ডিত অধ্যাপক ও পুরোহিত শ্রেণী প্রস্তুত হওয়া উচিত। ধর্ম্মোন্নতি ভিন্ন ভারতে কোনরূপ প্রকৃত উন্নতি ঘটিতে পারে না। ধর্ম্মো-

ন্নতি হইলেই অপর সমস্ত হইবে। ধর্ম্মহীন বাণিজ্যে ও শিল্পে ভেজাল চলে—"তাহাতে" শিল্প বা বাণিজ্য রক্ষা হইবে না। এই রূপ সকল বিষয়েই।

তিনি বলিতেন যে, আমাদের দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শ্রেণীই সমাজের সংরক্ষক। এই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শ্রেণীকে প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ এবং ধর্ম্মবুদ্ধি প্রণোদিত প্রকৃত পণ্ডিত করিতে পারিলেই সমাজের উন্নতি হইবে। বিষয়ী লোকদিগের দ্বারা ইহাঁদের মোটাভাত মোটা কাপড়ের সংস্থান হইয়া ইহাঁরা যদি আবার নির্ভাবনায় বিবিধ শাস্ত্রচর্চ্চা এবং ধর্ম্ম শিক্ষা দান করিতে পান তাহা হইলেই সমাজের মঙ্গল হয় এবং মানবধর্ম্ম শাস্ত্র প্রণেতা সংহিতাকার মনু যে সদাচারী ব্রাহ্মণ শ্রেণীকে আদর্শ করিয়া চলিতে উপদেশ দিয়াছেন ভারতে সেই আদর্শ সংরক্ষিত হয়। বিশ্বনাথ ফণ্ডের সৃষ্টি দেশের ধনিসন্তানগণকে সমাজের উন্নতি সাধনের এই প্রকৃত পথ দেখাইয়া দিতেছে। এই দান প্রকৃত সাত্ত্বিক। ফণ্ড প্রতিষ্ঠার পর বৃত্তিতালিকা এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত করার জন্য লিখিয়া আনিতে কর্ম্মচারীকে উপদেশ দিলে কর্ম্মচারী যখন অন্যান্য কথা মধ্যে তাঁহাকে পড়িয়া শুনাই-লেন—"এ বৎসরে যে সকল অধ্যাপক ও ছাত্রকে এই বিশ্বনাথ বৃত্তি দেওয়া হইল ইত্যাদি" তখন তিনি বলিলেন, "দেওয়া হইল" এমন কথাটাও তুমি লিখিতে পারিলে। তুমি জান না, সমস্তই ব্রাহ্মণের, মনু বলিয়াছেন—'সর্ব্বস্বং ব্রাহ্মণস্যেদং যৎকিঞ্চিৎ জগতি গতং।' আমি দিব কি? তাঁহাদের জিনিস তাঁহারা লইলেন। লেখ, 'যাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক এই বিশ্বনাথ বৃত্তি গ্রহণ করিলেন ইত্যাদি"। বিশ্বনাথ ফণ্ডের বৃত্তি মণিঅর্ডার দ্বারা অধ্যাপক এবং ছাত্রদিগকে সসম্মানে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। কাহাকেও আসিয়া লইয়া যাইতে হয় না। তাঁহার পিতা যে বিজ্ঞাপনের

আহ্বানে ক্ষুব্ধ হইয়া ঐ ৫০৲ টাকা পরিমিত রাজবাটীর বৃত্তি ত্যাগ করিয়াছিলেন তাহা তিনি চিরদিন স্মরণে রাখিয়াছিলেন এবং পিতৃব্যবসায়ী ও সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে সমাদর ও সম্মাননা দানে সর্ব্বদাই আনন্দ বোধ করিতেন। ৺ কাশীতে বেদান্ত শিক্ষা জন্য কয়েকটি ছাত্রবৃত্তিও দেওয়া হইতেছে।

ভূদেব বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺ গোবিন্দদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় বাঙ্গালা প্রদেশে মুনসেফ এবং পরে মধ্যপ্রদেশে সিভিল জজ ছিলেন। তিনি একান্ত দৃঢ় চরিত্র এবং পিতৃভক্ত ছিলেন। কোন সময়ে ভূদেববাবুর দুই পুত্রেরই নওয়াখালিতে বদলী হইলে তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে চাকরীতে ইস্তফা দিতে বলেন। গোবিন্দবাবু তৎক্ষণাৎ তাহা করিয়া ছিলেন। আর এক সময়ে গোবিন্দ বাবুর প্রথম জাত পুত্রের দেহান্ত হওয়ার সময় তাঁহার পত্নী অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। পিতা ঐ নিদারুণ সম্বাদ গোপন রাখিতে বলিলে তিনি প্রসব কালের পর পর্য্যন্ত ঐ কথা প্রকাশ হইতে দেন নাই। তিনি এই ফণ্ড কমিটীর প্রথম সভাপতি ছিলেন। ১৮৯৫ অব্দে তাঁহার দেহান্ত হওয়ায় ভূদেববাবুর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির কার্য্য করিতেছেন।

১৮৯৪ খৃঃ অব্দের ১৬ই মে তারিখে (বৈশাখ শুক্লা একাদশী) সপ্ততিতম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে আত্মীয় পরিজন পরিবৃত থাকিয়া ৺ ভাগীরথীতীরস্থিত তাঁহার চুঁচূড়ার বাটীর ঘাটে সজ্ঞানে ভগবানের স্মরণ করিতে করিতে ভূদেব বাবুর পরমগতি লাভ হয়।

ভূদেববাবুর লিখিত পুস্তিকাদি দ্বারা দেশবাসীদিগের উপর তাঁহার প্রভাব বিশেষরূপেই বিস্তারিত হইয়া আছে। তিনি বলিতেন যে মাতৃভাষায় শিক্ষা না করিলে বিষয় ও বস্তু জ্ঞান দৃঢ় হয় না। এই জন্য ইংরাজিতে কিছু পড়িলেই তাহার বাঙ্গালা তরজমা মনে মনে করিয়া লইতে সকলকে উপদেশ দিতেন। মাতৃভাষাতেই

যাবতীয় শিক্ষণীয় বিষয়ের পুস্তক প্রস্তুত হয়, অপর ভাষার সাহায্যের প্রয়োজন কিছুমাত্র না থাকে, তাঁহার প্রগাঢ় স্বদেশ হিতেচ্ছা প্রণোদিত অন্তঃকরণে ইহা একান্তই অভিলষিত ছিল। নিজে পুস্তক প্রণয়ন পূর্ব্বক সে জন্য অনেক চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার চিন্তাশক্তি যে কতদিকে পরিচালিত হইত, তাহা তাঁহার রচিত নিম্নলিখিত নানাবিষয়িণী রচনাবলী হইতেই বুঝিতে পায়া যায়—

(১) শিক্ষাবিধায়ক প্রস্তাব অর্থাৎ শিক্ষাদানের কৌশল বিজ্ঞাপক স্কুল পাঠ্য গ্রন্থ। বাঙ্গালা ভাষায় এই জাতীয় পুস্তক এই প্রথম। ভূদেব বাবু অতি সুবিখ্যাত শিক্ষক। বালক শিক্ষাসম্বন্ধে তাঁহার পরামর্শ এই পুস্তকে নিবদ্ধ আছে।

(২) ঐতিহাসিক উপন্যাস—সর্ব্বপ্রথম রচিত বাঙ্গালা উপন্যাস গ্রন্থ। ইহার নায়ক স্বধর্ম্মানুরাগী মহারাষ্ট্রপতি শিবজী! ইহার অঙ্গুরীয় বিনিময় নামক গল্পটি বড়ই মনোহর ও পবিত্র।

(৩) প্রাকৃতিক বিজ্ঞান—ইহাতে পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ক কথা আছে। উহার প্রথম কয়েক পৃষ্ঠায় বিজ্ঞান সম্বন্ধে সাধারণ কথা গুলি অতি সুন্দর প্রণালীতে লিখিত।

(৪) পুরাবৃত্তসার—মিসরীয় প্রভৃতি কয়েকটী প্রাচীন জাতির বিবরণ ইহাতে আছে।

(৫) (৬) (৭) (৮) গ্রীস এবং রোমের ইতিহাস এবং ইংলণ্ডের ও বাঙ্গালার ইতিহাস—স্কুল পাঠ্য হইলেও ইহাতে কেবল সন তারিখের ছড়াছড়ি নাই। স্বদেশ ভক্তির অঙ্কুর প্রাপ্তি ইহা হইতে সহজলভ্য এবং এ গুলি প্রকৃত ঐতিহাসিক দৃষ্টিতেই লিখিত হইয়াছে।

(৯) ক্ষেত্রতত্ত্ব—জ্যামিতির প্রথম তিন অধ্যায়।

(১০) পুষ্পাঞ্জলি—বেদব্যাসের তীর্থভ্রমণ বর্ণনাচ্ছলে আর্য্য-

শাস্ত্রের ও বিজ্ঞানের গূঢ় অর্থ পুষ্পাঞ্জলিতে প্রকটিত। প্রথম সংস্করণ ১৮৭৬ অব্দে মুদ্রিত হয়। ইহাতে আভাষ দেওয়া হইয়াছে যে, বায়ান্ন পীট সমন্বিত ভারতভূমিই সতীদেহের আধিভৌতিক রূপ এবং তীর্থদর্শনেই অধিভারতী দেবীর পরিক্রমণ করা হয়।

এই পুস্তকে এক্ষণে ভারতবাসীকে কূর্ম্ম প্রকৃতিক অর্থাৎ সনাতন ধর্ম্মের অপরিসীম অন্তর্বলে বলীয়ান্ থাকিয়া একান্ত সহিষ্ণু হইতে এবং পুরুষানুক্রমে ধর্ম্মসাধন করিতে উপদেশ দেওয়া আছে।—

(ক) "কূর্ম্মই সত্য। অতএব সত্যভ্রষ্ট হইও না; কূর্ম্ম পৃষ্ঠ হইতে অপসৃত হইও না। অপসৃত হইলে একেবারে রসাতল দেখিবে।" (খ) "কষ্ট স্বীকার সর্ব্ব ধর্ম্মের মূল ধর্ম্ম! সহিষ্ণুতা সকল শক্তির প্রধানা শক্তি। যে ক্লেশ স্বীকার করিতে পারে, তাহার অসাধ্য কিছুই থাকে না। ভূতনাথ দেবাদিদেব চির তপস্বী, এই জন্য মহাশক্তি ভগবতী তাঁহার চিরসঙ্গিনী।" (গ) "তোমরা আপনাদিগের সন্তানগণের নিমিত্ত সেইরূপ দৃঢ়ব্রত হইয়া কার্য্য কর। লোকে আপনার সুখের নিমিত্তই সকল কাজ করে না। যে ব্যক্তি যত্ন করিয়া মৃত্তিকাতে বৃক্ষবীজ রোপণ করে, সে স্বয়ং সেই বৃক্ষের ফল ভোগ করে না। তাহার পুত্র পৌত্রাদি ঐ বৃক্ষের ফল খাইয়া থাকে। তোমাদিগের এই সহিষ্ণুতার ফলও পরবর্ত্তী পুরুষে ভোগ করিবে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে মনুষ্যের আয়ু দীর্ঘ ছিল। যে তপস্যা করিত সেহ স্বয়ং বর লাভ করিত। কলিযুগে মনুষ্যের আয়ু খর্ব্ব হইয়াছে। এখন পাঁচ সাত দশ পুরুষ ধরিয়া তপস্যা না করিলে কেহ তপঃসিদ্ধ হইতে পারে না। তাহার পরবর্ত্তী পুরুষেরা সেই তপঃসিদ্ধির ফললাভ করিতে পায়। কলিযুগের এই পরম মাহাত্ম্য; কলিযুগ এই জন্যই অন্যান্য যুগ অপেক্ষা প্রধান। কলিযুগের ধর্ম্ম প্রকৃত নিষ্কাম ধর্ম্ম।"

(ঘ) অধিভারতী দেবীর বর্ণনা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল,—

"আমি ধ্যানে কি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দর্শন করিলাম! ঐ মূর্ত্তি চিরকালের নিমিত্ত আমার হৃদয়কন্দরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। পাদপদ্মের কি অনুপম সৌন্দর্য্য—অঙ্গের কি জাজ্বল্যমান প্রভা—মুখচন্দ্রের কি রুচির কান্তি! ইনি পর্ব্বতরাজপুত্রী পার্ব্বতীর ন্যায় সিংহবাহনে আরূঢ়া নহেন—ত্রিপথগামিনী গঙ্গাদেবীর যাবতীয় শোভা ইহাঁর অঙ্গের এক দেশেই বিদ্যমান—ইহাঁকে মাধবপ্রিয়া বলিয়াও ভ্রম হয় না; রমা রক্তাম্বরা, ইনি হরিদ্বসনা—ব্রহ্মনন্দিনীর ন্যায় ইহাঁর সুস্নিগ্ধ সৌম্যভাব বটে—কিন্তু ইনি বীণাপাণি নহেন—আর, অন্য সকল দেব দেবী হইতে ইহাঁর বৈচিত্র্য এই যে, ইনি নিরন্তর অপত্যবর্গ লইয়া সকলকে মাতৃভাবে অন্ন পান প্রদান করিতেছেন।"

(১১) স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস—ভারতের উন্নতির প্রকৃত ঐতিহাসিক পথ কি তাহা নির্দ্দেশ করিবার জন্য তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধে যেন মহারাষ্ট্রীয়েরা জয়ী হইয়া ভারতে হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপিত করিয়াছিল এইরূপ কল্পনায় এই গ্রন্থখানি রচিত। হিন্দুয়ানী ত্যাগ না করিয়া, প্রত্যুত প্রকৃত হিন্দুয়ানী বর্দ্ধিত করিয়া কিরূপে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ভারতবাসীর সর্ব্ববিষয়ে উন্নতি হইতে পারে তাহার আভাষ ইহাতে পাওয়া যাইবে। অন্ত্যজ এবং বন্যদিগকে সংযত শিক্ষিত এবং পরিশুদ্ধ (জলাচরণীয়) করিয়া লইয়া ভারত সমাজের পুষ্টি সাধন সম্বন্ধীয় কথাও ইহাতে আছে।

(১২) পারিবারিক প্রবন্ধ—গার্হস্থ্য বিষয় সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ পুস্তক। ইহা গ্রন্থকারের অসাধারণ সাংসারিক অভিজ্ঞতা এবং পারিবারিক পবিত্র সুখোপলব্ধি প্রসূত। ধর্ম্মসূত্রে লক্ষ্য রাখিয়া কখন কিরূপ ব্যবহার করিলে সকল বিষয়েই পারিবারিক কর্ত্তব্য প্রতিপালিত হইয়া সাচ্ছন্দ্য অধিক হয় এবং সন্তান পালন ভাল হয়, তাহা এই পুস্তক হইতে জানা যায়।

(১৩) আচার প্রবন্ধ—হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী অনুষ্ঠান সমূহ কিরূপ বিজ্ঞানমূলক এবং আমাদের কত উপযোগী এবং সনাতন হিন্দুধর্ম্ম কত উচ্চ ও উদার তাহার কথা এই পুস্তকে আছে। বিষ্ণুমূর্ত্তি সম্বন্ধীয় কথাগুলি উদ্ধৃত করা গেল :—

"শুনা গিয়াছে যে, মনুষ্যবুদ্ধিতে চিন্ময় পরব্রহ্মের যত প্রকার রূপ কল্পনা হইয়াছে তাহার মধ্যে ভগবান বিষ্ণুর রূপই অতি সুসঙ্গত। এস্থলে বিষ্ণুর ধ্যানে যে যে উপাদানের কথা আছে, সে গুলির প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিতে হইবে।

প্রথমতঃ দেখা যায় যে, বিষ্ণু শ্যামবর্ণ। মেঘশূন্য আকাশের বর্ণও শ্যাম এবং শ্যামবর্ণটী সকল বর্ণের অপেক্ষা প্রাণী এবং উদ্ভিদ্‌দিগের শরীর পোষণে অধিকতর কার্য্যকরী। তদ্ভিন্ন, মেঘ ও সূর্য্যকে ধারণ করত আকাশ বিশ্বপালন কার্য্যে সর্ব্বদা নিরত। দ্বিতীয়তঃ বিষ্ণুর চারি হস্ত। তাঁহার এক হস্তে শঙ্খ, অন্য হস্তে চক্র, অপর হস্তে গদা এবং চতুর্থ হস্তে পদ্ম। অর্থাৎ বিষ্ণু দেবতা ঐ চারিটী দ্রব্য ধারণ করিয়া থাকেন। তিনি উহাদিগের আধার উহারা তাঁহার আধেয়। এখন দেখা যাউক ঐ গুলি কি? শঙ্খবস্তুটী শব্দের দ্যোতক এবং শব্দ আকাশের গুণ ‡। অতএব শঙ্খ আকাশের স্থানীয় হইয়াছে। চক্র কালচক্রেরই বোধক। অতএব চক্র অর্থে কাল। গদা * শব্দে প্রকাশ বা দীপ্তি বুঝায়। অতএব গদা অর্থে জ্ঞান। পদ্ম বলিতে সুপ্রসিদ্ধ লোকাত্মক পদ্ম অর্থাৎ জীব। তবেই দেখা গেল যে, আকাশ বা অনন্ত বিস্তার, অখণ্ড দণ্ডায়মান অনন্ত কাল, জ্ঞান এবং জীবনের যিনি আধার তিনিই বিষ্ণু। মানুষ গুণ মাত্র

---

‡ শব্দ—শব্দ গুণমাকাশং।

* গদ্ ধাতু ভাষণ বা প্রকাশার্থ কর্ত্তৃবাচ্য অচ্ প্রত্যয় দ্বারা সিদ্ধ।

জানিতে পারে এবং তাহা জানিয়া গুণের আধার বা গুণীর অনুমান করে। সেইরূপে পরব্রহ্মের অনুভূতি হইয়াছে এবং তাঁহার রূপকল্পনাও হইয়াছে! তৃতীয়তঃ বিষ্ণুর বাহন গরুড়। গরুড় † শব্দে বাঙ্‌ময় অর্থাৎ বেদকে বুঝায়। অর্থাৎ পরব্রহ্ম বা ঔপনিষদ পুরুষ বেদ দ্বারা প্রতিপাদ্য। অতএব দেখা গেল যে, আকাশ বা বিষ্ণুপদ যাঁহার আধিভৌতিক রূপ, আধিদৈবিক ভাবে তিনি পালনকর্ত্তা বিষ্ণু এবং আধ্যাত্মিক ভাবে তিনিই পরমাত্মা।" (আচার প্রবন্ধ ১৯২-১৯৩ পৃঃ)

অন্যান্য দেব দেবীরও মূর্ত্তি ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে উক্ত হইয়াছে।—

"কাহার কাহার মতে দেবতাদিগের মূর্ত্তির ভৌতিক তাৎপর্য্য প্রকাশ করায় লোকের শ্রদ্ধার হ্রাস হইয়া ধর্ম্মের হানি জন্মিতে পারে। যাঁহারা ঐরূপ বলেন তাঁহারা ভ্রম-সংস্কারের একান্ত অধীন। তাঁহারা হয়ত মনে করেন, যদি দেবমূর্ত্তির অধিভৌতিক ব্যাখ্যা থাকিল তবে আর উঁহার আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক ভাব কেমন করিয়া থাকিবে। কিন্তু এটী প্রকৃত কথা নয়। সত্যই ব্রহ্ম। সত্য এক হইয়াও অনেক। অজ্ঞতাদি দোষ-নিবন্ধন দেবমূর্ত্ত্যাদির শাস্ত্রসিদ্ধ ত্রিবিধ ব্যাখ্যার অপ্রকাশ হওয়াতেই এই প্রকার কুসংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে।

আর্য্যশাস্ত্র-প্রণেতৃগণ কস্মিন্‌কালেও ওরূপ কথা মনে করেন নাই। তাঁহারা অধিকারী ভেদের তথ্য পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিয়াও চিরকালই শাস্ত্রার্থে প্রবেশ করিবার পথ দেখাইয়া আসিতেছেন এবং সেই পথে যাইবার জন্য উত্তেজনা করিতেছেন। ঋক্‌বেদেই বিভিন্ন দেবমূর্ত্তির নিদান ব্যক্ত হইয়া আছে যথা—

---

† গরুড়—গৄ নিগরণে ধাতু উর প্রত্যয়যোগে গরুর বর্ণ সাম্যাৎ গরুড়।

রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়।
ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে।
যুক্তাহ্যস্য হরয়ঃ শতাদশ॥

পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবান নিজ শক্তি দ্বারা নানারূপে প্রকট হইয়াছেন; নানারূপ হইবার কারণ উপাসকের ধ্যানসৌকর্য্য। ভগবানের রূপ অনন্ত; তন্মধ্যে দশটী মুখ্য অর্থাৎ সমধিক সংখ্যক লোকের উপাসনায় গৃহীত।

তাহার পর বেদাঙ্গ মধ্যে অনবগতশাস্ত্রার্থব্যক্তির নিন্দাপূর্ব্বক বলা হইয়াছে—

"স্থাণুরয়ং ভারহারঃ কিলাভূদধীত্যবেদং ন বিজানাতি যোঽর্থং।"
যে ব্যক্তি বেদাধ্যয়ন করিয়া তাহার তাৎপর্য্যার্থ (যেহেতু বৈদিক-কালে বেদের অক্ষরার্থ অধিকারী মাত্রেরই জানা ছিল) পরিজ্ঞাত না হয় সে ভারবাহী গর্দ্দভ স্বরূপ হইয়া থাকে।

স্মৃতিশাস্ত্রও ঈশ্বরধ্যানের ক্রমপ্রণালী বলিয়া গিয়াছেন—

অথ নিরাকারে লক্ষ্যবন্ধং কর্ত্তুং ন শক্নোতি, তদা পৃথিব্যপ্তেজো-বায়্বা-কাশ মনোবুদ্ধ্যাব্যক্তপুরুষাণাং পূর্ব্বং পূর্ব্বং ধ্যাত্বা তত্র তচ্চ-লক্ষ্যং পরিত্যজ্য অপরং অপরং ধ্যায়েৎ এবং পুরুষধ্যানমারভেত।

ভগবদ্গীতাতে উক্ত হইয়াছে—

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্যতস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহং।

ভগবান বলিতেছেন যে, যে যে ব্যক্তি আমার যে যে শরীর শ্রদ্ধায় অর্চ্চনা করিতে চায় আমি তাহাতেই তাহার অচলা শ্রদ্ধা প্রদান করি।

ফলতঃ উচ্চাধিকারীর উপযুক্ত কথা শুনিয়া তাহা গ্রহণ করিতে না পারিলেই যে শ্রদ্ধাপূর্ণ নিম্নাধিকারী আপনার অধি

কারের উপযুক্ত দেবমুর্ত্তিতে শ্রদ্ধাহীন হইয়া যায় তাহা নহে। কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রেই এই বিষয় অতি বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তন্ত্র বলেন—

চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং সিদ্ধ্যর্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥

চিন্ময়, অদ্বিতীয়, পূর্ণ এবং অশরীরী ব্রহ্মের রূপ কল্পনা উপাসকের সিদ্ধিসৌকর্য্যার্থ।

অতএব দেবতার রূপ শাস্ত্রকৃতের কল্পনা। সে বিষয়ে সংশয়-মাত্র নাই। কিন্তু সে কল্পনা কাহার যদৃচ্ছাসম্ভূত নয়। ঐ কল্পনার মূলে 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এবং "সর্ব্বংসর্ব্বাত্মকং" এই মহাবাক্যদ্বয় প্রতিষ্ঠাপিত আছে। আচার প্রবন্ধ (২০৪-৫-৬ পৃঃ)

(১১) বিবিধ প্রবন্ধ ১ম ভাগ—উত্তরচরিত মৃচ্ছকটিক ও রত্নাবলী এই তিনখানি সংস্কৃত নাটকের সুন্দর সমালোচনা এই পুস্তকে করা হইয়াছে। ইহাতেও হিন্দুর উচ্চাদর্শ প্রস্ফুটিত।

(১২) বিবিধ প্রবন্ধ ২য় ভাগ—

এই পুস্তকের শেষভাগে "তন্ত্রের কথা" বলিয়া যে অনেকগুলি প্রবন্ধ আছে, তাহা পাঠে তন্ত্রের সাধনা সম্বন্ধে অনেকটা অভ্যাস হৃদয়ঙ্গম হইয়া উহার উচ্চ উদ্দেশ্য উপলব্ধ হয়। তন্ত্র গুরূপদেশ সাপেক্ষ। এই পুস্তকে ব্রাহ্মদিগকে মহানির্ব্বাণ "তন্ত্রোক্ত ব্রাহ্ম পদ্ধতির হিন্দু" নাম লইতে অনুরোধ আছে। সনাতন ধর্ম্মকে মহর্ষি বশিষ্ঠের কামধেনুর সহিত তুলনা করিয়া ভূদেব বাবু বলিয়া-ছেন কামধেনুর অঙ্গপ্রসূত বীরদিগের ন্যায়ই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকগণ মিশনরি আক্রমণের নিরসন করিয়াছেন। বিরাট সনাতন ধর্ম্মের দেহেই যে ব্রাহ্মদিগেরও পৃথক্ অস্তিত্ব পূর্ণকালে লয় প্রাপ্ত হইবে ইহাও স্বতঃসিদ্ধ।

পৃথিবীতে ধর্ম্ম বিস্তার কার্য্য সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণগুণ-

সম্পন্ন (সংযত ও অস্বার্থপর) ভারতবর্ষীয় ভদ্রবংশীয়দিগের কর্ত্তব্য "সমাজ সংস্কার" প্রবন্ধে লিখিত আছে :—

"অতএব ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে সংযমশীল ও বিদ্যাবান করিয়া রাখিবার চেষ্টা কর, সকল শুভফল ফলিবে এবং হিন্দু সমাজের সম্যক্ বলবত্তা জন্মিবে। শুদ্ধ আর্য্যশাস্ত্রে বিদ্যাবান করিলেও অনেক দূর হইবে, কিন্তু যদি উভয়, সংস্কৃত দর্শনে এবং ইংরাজী বিজ্ঞানে, দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে প্রগাঢ় বিদ্যাসম্পন্ন করিতে পার তাহা হইলে আর কোন ভয় নাই। হিন্দু সমাজ যে জন্য এতদিন এত অন্তরায় অতিক্রম করিয়া সজীবাবস্থ, আছে, সেই উদ্দেশ্য বিনা বিঘ্নে এবং অপেক্ষাকৃত অল্পকাল মধ্যে সম্পন্ন করিতে পারিবে। তাহা না হইলেই যে পারিবে না এমন নহে। তবে মধ্য পথে অনেক বিঘ্ন বিপত্তি হইবে, কখন কখন শত্রুপক্ষীয়েরা হাসিবে, আর মিত্রপক্ষীয়েরা নিরাশ হইয়া পড়িবে। কিন্তু যদি সত্য অসত্য হইতে বলবান, অস্বার্থপরতা স্বার্থপরতা হইতে শ্রেষ্ঠ এবং বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গ অবিশুদ্ধ ভাব মার্গ হইতে উৎকৃষ্ট হয় তবে হিন্দু সমাজ অবশ্যই উহার মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবে, ভারতবর্ষীয় অপরাপর সকল সমাজগুলিকে আত্মসাৎ করিবে, এবং ইউরোপ খণ্ডাদি পৃথিবীময় প্রকৃত জ্ঞানের এবং ধর্ম্মের আলোক বিকীর্ণ করিবে। বেকন ডেকার্ট কাণ্ট প্রভৃতিরা যে পর্য্যন্ত জ্ঞানমার্গ পরিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, হিন্দু শাস্ত্রের জ্যোতিঃ তাহা অতিক্রম করিয়া উঠিবে এবং হিন্দু চীন জাপান প্রভৃতি আসিয়াখণ্ডকে যেমন ধর্ম্ম জ্যোতিঃ দিয়াছে তাহা অপেক্ষাও বিশুদ্ধতর, তীব্রতর, রমণীয়তর জ্যোতিঃ ইউরোপে বিকীর্ণ করিবে। জর্ম্মণ দার্শনিক সোপেনহায় বলিয়াছেন, "যেমন গ্রীসদেশ হইতে ইউরোপ যত বিদ্যালোক প্রাপ্ত হইয়াছিল, আবার ভারতবর্ষ হইতে তাহার অপেক্ষাও অধিকতর উজ্জ্বল আলোক পাইবে—আমার

জীবনের সুখ এবং মৃত্যুর সম্বল যে ভারতবর্ষীয় উপনিষদ গ্রন্থনিচয় তাহা অনধিক কাল মধ্যে ইউরোপীয় এবং অন্যান্য জাতীয় সকল গ্রন্থের উপরিভাগে অতি গৌরবে আসন পরিগ্রহণ করিবেই করিবে।" (বিবিধ প্রবন্ধ ২য় ভাগ ১৪২-৩ পৃঃ)

এই পুস্তকের "স্বাধীন চিন্তা" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিত আছে—"বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বিধবাবিবাহ প্রচলন চেষ্টা করিয়াছিলেন তখন আমাদের নব্য সংস্কারকেরা তাঁহাকে ইংরাজী শিক্ষার অনুরূপ মত প্রচার করিতে দেখিয়া তাঁহাকে আপনাদের ন্যায় "স্বাধীন চিন্তাশীল" বলিয়া স্থির করেন এবং আনন্দে অধীর হন। এই জন্য তিনি যে আচার ব্যবহারে নৈষ্ঠিক হিন্দু ছিলেন, সেটা তাহাদের বড়ই বিসদৃশ ঠেকিত। শেষে তিনি যখন সম্মতি আইনের বিরুদ্ধে মত দিলেন তখন "কৃতবিদ্যেরা" তাঁহাতে আর স্বাধীন চিন্তার আভাস দেখিতে পাইলেন না। বিধবাবিবাহ প্রবৃত্তি মার্গের অনুকূল এবং হিন্দু যে ভাবে ক্রমশঃ বৈবাহিক ব্যবস্থার সংস্কারকরিয়া আসিতেছেন তাহার বিপরীত ব্যবস্থা বলিয়া ঐ চেষ্টা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পক্ষে "চাঁদে কলঙ্ক" বলিয়া আমি মনে করি; কিন্তু যে জন্যই তাঁহার ঐদিকে প্রবৃত্তি হউক তাঁহার জীবনে অনেকটা একই ভাবের নিয়মানুগামিতা দেখিতে পাই। তিনি বিধবাবিবাহ আন্দোলনের সময় অন্তঃকরণের পরাধীনতা প্রকাশ করিয়া বৈদেশিক মত প্রচার চেষ্টা করিতেছিলেন না। ইংরাজী শিক্ষিতেরা তাহা মনে করিয়া সুখী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি প্রকৃতপক্ষে পরাশর স্মৃতির অধীনে থাকিয়া আসিয়া কতকটা স্বাধীনতা বজায় রাখিয়াছিলেন। তিনি দ্বিতীয় আন্দোলনের সময়ও সেই স্বজাতীয় নায়কেরই অধীন ছিলেন, সুতরাং সহবাস সম্মতি সম্বন্ধে ঐ স্মৃতির মতবাদত্যাগ করিয়া ইংরাজী মতের পোষক অন্য কোন কিছু

খুঁজিতে যান নাই এবং ইংরাজের মতগুলি "নিজের স্বাধীন চিন্তা প্রসূত" বলিয়া খ্যাপনা করিতে যান নাই।

ভূদেববাবুর সংস্কারপূত অতিপবিত্র পূর্ব্বপুরুষদিগের মধ্যে তাঁহাদের সাধ্বী সহধর্ম্মিণী বিয়োগের পরেও কেহ কখন পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া জানা নাই। সুতরাং তিনি বিধবাবিবাহের বিরোধী হইবেন ইহা স্বতঃসিদ্ধ *। ভারত সমাজে দিব্যভাবের সম্বর্দ্ধনা হয় তাদৃশ কার্য্যকেই তিনি সংস্কার বলিয়া মনে করিতেন এবং বিধবার বিবাহ না হইয়া বিধবার ব্রহ্মচর্য্যের সুচারুরূপে সংরক্ষণ চেষ্টাকেই সমাজের হিতসাধক বলিয়া বুঝিতেন। ভদ্র হিন্দুর গৃহে বিধবার নির্য্যাতনের কথা সাহেবদের কল্পনাপ্রসূত। তবে কোন কোন গৃহস্থঘরে কর্ত্তার অজ্ঞানতানিবন্ধন অথবা কর্ত্তব্যনিষ্ঠতা না থাকায় বিধবার সুপালনাভাব যে কখন কখন হয় না এমত

* যে সন্ন্যাসী হইয়াছে সে কি আর গৃহী হইতে পারে? যদি হয়, তবে সে প্রকৃত আশ্রমভ্রষ্ট। সামান্য যুক্তিমুখেও দেখ, যে গিয়াছে তাহাকে মনে করিতেই হইবে। যদি তাহাকে ভুলিতে পার, তবে না পার কি? আবার যাহাকে গ্রহণ করিলে তাহাকে বই ত আর কাহাকেও মনে করিতে নাই। তবেই দুইবার বিবাহ করিলে মহা সঙ্কট বাধিল। এক পক্ষে মনে করিতেই হইবে—পক্ষান্তরে মনে করিতেও নাই। ঐ দুয়ের যে পক্ষ অবলম্বন করিবে তাহাতেই কর্ত্তব্যের ত্রুটি হইবে, ধ্যানের ব্যাঘাত হইবে, পবিত্রতা নষ্ট হইবে। এই রূপে ভাবিয়া দেখিলে কোমতের মতই ভাল বলিয়া বোধ হয়। তিনি বলেন, কি স্ত্রী, কি পুরুষ কেহই একাধিক বার বিবাহ করিবেন না। আমাদের শাস্ত্রেও বলে প্রথম বিবাহই সংস্কার, তাহার পর আর সংস্কার হয় না। (পারিবারিক প্রবন্ধ ১২৫ পৃঃ)

নহে। সেইরূপ কারণে স্ত্রী পুত্রের অপালনও কি কোথাও হয় না? ভূদেব বাবু তাঁহার পারিবারিক প্রবন্ধ গ্রন্থে "বৈধব্য ব্রত" নামক প্রবন্ধে শাস্ত্রোক্ত বিধিগুলিকে তাঁহার নিজের অভিজ্ঞতায় পরিষিক্ত করিয়া যেরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন তদনুযায়ী বিধবা পালন করিলে সংসার অতি পবিত্র হইয়া উঠে।

(১৩) সামাজিক প্রবন্ধ—সমাজ তত্ত্ববিষয়ক প্রবন্ধসমূহ। ১২৯৩ সালের ২৪শে পৌষ হইতে সর্ব্বপ্রথম এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। ১৮৯৩ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালার ছোট-লাট বাহাদুর সার চর্লস ইলিয়ট এসিয়াটিক সোসাইটির প্রেসি-ডেণ্ট স্বরূপে সামাজিক প্রবন্ধ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন ;—

"No single volume in India contains so much wisdom and none shows such extensive reading. It is the result of the life-long study of a Brahmin of the old class in the formation of whose mind eastern and western philosophy have had an equal share." অর্থাৎ সমগ্র ভারতের মধ্যে এমন আর একখানি গ্রন্থ নাই, যাহাতে একাধারে এত জ্ঞান ও এতবেশী অধ্যয়নের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন সমভাবে আয়ত্ত থাকিয়া যাঁহার মনকে গঠিত করিয়াছে এমন একজন প্রাচীন তন্ত্রের ব্রাহ্মণ সন্তানের ইহা আজীবন অধ্যয়নের ফল।

এই পুস্তকের কর্ত্তব্যনির্ণয়, নেতৃপ্রতীক্ষা, প্রভৃতি প্রবন্ধের কথা সকল ভারতবাসীরই জানা উচিত। বর্ত্তমান ভারতে এমন কোন কথা উঠিতে পারে না যাহার সম্বন্ধে সুযুক্তিপূর্ণ এবং ধর্ম্ম-সঙ্গত উপদেশ এই পুস্তকে পাওয়া যায় না। কয়েকটী উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে :—

(ক) প্রতিবাসীর কোন কাজ করিয়া দিবার সময় তাহা নিজের কাজ অপেক্ষা গুরুতর মনে করিয়া নির্ব্বাহ করিতে হয়।

(খ) ভিন্ন দেশীয়দিগের প্রতি সাহায্যদানে ও দয়া প্রদর্শনে ত্রুটি করিতে নাই।

(গ) রাজার কাজ বাড়াইতে নাই। যেমন সুপালিত ও সুব্যবস্থিত পরিবারে কর্ত্তাকেই সকল বিষয়ের জন্য বিরক্ত করিতে হয় না সেইরূপ রাজার প্রতি সম্ভ্রমশীল হইয়া বিবেচনা ও ধীরতা পূর্ব্বক সকল কার্য্য সুচারুরূপে নিজেদেরই করিয়া লইতে হয়।

(ঘ) রাজপুরুষদের সহিত ব্যবহারে সুনম্র ও সত্যপূত ও নির্ভীক হওয়া আবশ্যক।

(ঙ) রাজার জাতীয় লোকের সহিতও সত্যপূত ও নির্ভীক, সতর্ক ও নম্র হওয়া উচিত।

(চ) দেশীয় রাজপুরুষগণ যাহাতে স্ব স্ব কার্য্য ভালরূপে করিতে পারেন সেজন্য প্রীতিসহ সাহায্য করা আবশ্যক।

(ছ) সন্ন্যাসীদিগের সুশিক্ষিত এবং সংযত হইয়া জ্ঞান এবং সংযম বিস্তারে লিপ্ত হওয়া উচিত।

(জ) দেশীয় শিল্পীরা সমাজের আশ্রিত বলিয়া অবশ্য পোষ্যের মধ্যে গণনীয়। দেশীয় শিল্পজাত দেখিতে কিছু অপকৃষ্ট বা অপেক্ষাকৃত দুর্মূল্য হইলেও আমাদের কিছু ক্লেশ ও ব্যয় স্বীকার করিয়া তাহাই ক্রয় করা উচিত। বিদেশপ্রসূত বিলাস দ্রব্য একেবারেই কেনা উচিত নয়। স্বদেশজাত বিলাস দ্রব্যও বর্জ্জন করা সঙ্গত। বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ও পুস্তকাদি যাহা হইতে নূতন কিছু শিখিতে পারা যায় তাহা সকল অবস্থাতেই বিদেশ হইতে লওয়া একান্তই উচিত এবং প্রকৃত প্রস্তাবে রোগগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য ভূমণ্ডলস্থ যাবতীয় উপকরণ ব্যবহার করাই সঙ্গত।

(ঝ) পুরাতন পুষ্করিণীর সংস্কার দ্বারা উৎকৃষ্ট পানীয় জলের

সংস্থান এবং দূষিত ভূম্যাদি ভাগের উদ্ধার করা উচিত। "পুনঃ সংস্কারকর্ত্তা তু লভতে মৌলিকং ফলং।"

(ঞ) যাহাতে দেশীয় লোকদিগের উপকার হয় সেইরূপ কার্য্যই রাজপুরুষদিগের নামে করিয়া তাঁহাদের সম্মান করা উচিত অপব্যয় করিতে নাই। "নাকার্য্যে ধনমুৎসৃজেৎ।"

(ট) বিদ্যা নিজেদের করিয়া লইতে হয়। মহারাষ্ট্রীয়রা এবং শিখেরা ইউরোপীয় অফিসার রাখিয়াছিল; জাপানীদের ন্যায় নিজেরা ইয়ুরোপে গিয়া অথবা ইয়ুরোপীয় অফিসরদের নিকট এদেশে থাকিয়াই উচ্চশ্রেণীর যুদ্ধ বিদ্যা শিখে নাই। সুতরাং ঐ বিদ্যা নিজেদের হয় নাই। শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য দৃঢ় চরিত্র ভাল লোক বাছিয়া বিদেশে প্রেরণ করা উচিত। নির্লোভ পরার্থপ্রাণ ব্রাহ্মণমণ্ডলী হইতেই ভারতে সকল উন্নতি হইয়াছিল। যুগোচিত কার্য্যের—নূতন তাঁত প্রভৃতি উদ্ভাবনের উপযুক্ত লোকও উহাঁদের ন্যায় গুণসম্পন্ন লোকদিগেরই মধ্য হইতে বাহির হওয়া সম্ভব। উহাঁদের মধ্যে কাহার কাহার শিল্পশিক্ষা সম্বন্ধে ব্রতী হওয়া সঙ্গত। সর্ব্বপ্রকার অধ্যয়ন ও অধ্যাপন ব্রাহ্মণের কার্য্য।—বিবিধানি চ শিল্পানি সমাদেয়ানি সর্ব্বতঃ।

(ঠ) বিজ্ঞানই ইউরোপীয় বিদ্যার সারাৎসার। এখানে সেই বিজ্ঞান বিদ্যার আলোচনা নাই বলিলেই হয়। এখানে বিজ্ঞানের গল্পশুনা হয় মাত্র। বিজ্ঞান অফল শাস্ত্র নয়। উহা সত্য সত্যই শিক্ষিত হইলে এতদিনে তাহার সমূহ ফল দৃষ্ট হইত। দেশে কলকারখানা বাড়িত এবং বিজ্ঞান শিক্ষিতেরা প্রাচীন শাস্ত্রীয় মতবাদের এবং আচারের প্রতি সজ্ঞান ভক্তি সম্পন্ন হইতে পারিতেন। তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন আর্য্যশাস্ত্রে ভৌতিক শক্তির প্রসার এবং মনুষ্যের সাধন চেষ্টার প্রভাব এবং অখণ্ড দণ্ডায়মান কালের নিরবধিত্ব এরূপে স্বীকৃত হইয়াছে যে, অপরাপর

দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রের ন্যায় বিজ্ঞানের সহিত আর্য্যশাস্ত্রের বিন্দুমাত্র বিরোধ নাই। প্রত্যুত ইউরোপীয় বিজ্ঞানের নবাবিষ্কৃত অনেকানেক তথ্যের আভাস আর্য্যশাস্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং বিজ্ঞান আরও অনেকদূর অগ্রগামী হইতে পারিলে তবে সমস্ত শাস্ত্রোক্ত তথ্যের নিকট পৌঁছিতে পারিবেন। (সামাজিক প্রবন্ধ ২৯৬ পৃঃ)

(ড) ইউরোপে লোক পাঠাইতে হইলে নিতান্ত অল্পবয়স্ক ছাত্রদিগকে না পাঠাইয়া যাহাদের পাঠ সমাপন হইয়া চরিত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং যাহারা দেশে প্রত্যাগত হইয়া শিক্ষাদানকার্য্য সুনির্ব্বাহ করিতে পারিবে, বাছিয়া বাছিয়া এইরূপ লোকই পাঠান উচিত। আমোদ প্রমোদ বাহাদুরী সভাস্থাপন ও বক্তৃতাদি করিবার জন্য বিলাত যাত্রাসম্বন্ধে শাস্ত্র ও দেশাচার উভয়ই বিরুদ্ধ, শিল্পবিদ্যাদি সমানয়নের জন্য বিলাত যাত্রা সমাজের প্রতি সম্পূর্ণ ভক্তিসম্পন্ন লোকের পক্ষে নিষিদ্ধ নহে। হিন্দুশাস্ত্র ও সমাজ কোন প্রকার সৎকার্য্যের ব্যাঘাতক নহেন। বিলাত ফেরত ব্যক্তিদিগের মধ্যে যাঁহারা স্বজাতীয় সমাজে থাকিবার জন্য আগ্রহ, দীনতা প্রকাশ করেন তাঁহারা যে সমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়েন না, তাহা বোম্বাই অঞ্চলের অনেকস্থলে এবং বাঙ্গালা প্রদেশেও দু একস্থলে ইতিমধ্যেই দৃষ্ট হইয়াছে। শিল্পাদি বিষয়েও শিক্ষাদান ব্রাহ্মণের কার্য্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

সর্ব্বেষাং ব্রাহ্মণো বিদ্যাদ্‌ বৃত্ত্যুপায়ান্‌ যথাবিধি
প্রক্রয়াদিতরেভ্যশ্চ স্বয়ঞ্চৈব তথা ভবেৎ॥

ব্রাহ্মণ সকলেরই বৃত্তির উপায় জানিবেন এবং শিখাইবেন। স্বয়ং ব্রাহ্মণাচার থাকিবেন।

অতএব যাঁহারা প্রকৃত ব্রাহ্মণগুণ সম্পন্ন অর্থাৎ যাঁহারা অপেক্ষাকৃত অস্বার্থপর, সংযতেন্দ্রিয় এবং আত্মগৌরববিশিষ্ট, সুতরাং

আত্মসমাজত্যাগে অনিচ্ছু এমন লোকদিগকেই পাঠাইতে হইবে। সেরূপ লোক না জুটিলে বিদেশীয় কারুকরদিগকে এখানে আনাই প্রশস্ত পথ। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে নূতন নূতন শিল্প ঐরূপেই আসিয়াছিল। ইরান, কাবুল প্রভৃতি স্থান হইতে সেই সেই দেশীয় কারুকরেরা আসিয়া গালিচা বিদ্রি বন্দুকাদি শিল্প এদেশে বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছে। (সামাজিক প্রবন্ধ ২৯৮ পৃঃ)

(চ) ভারতবাসীর যতপ্রকার ত্রুটি দেখিতে পাওয়া যায় সকলগুলিই সম্মিলন প্রবণতার ন্যূনতা হইতে সম্ভূত। ভারত-বাসী রত্নপ্রসবা ভারতের ক্রোড়ে থাকিয়া দরিদ্র। ভারতবাসী শ্রমশীল হইয়াও উদরান্নে বঞ্চিত। ভারতবাসী বুদ্ধিমান্ হইয়াও অন্যের পরিচালনার অপেক্ষী। ভারতবাসীর মৃত্যুভয় স্বল্প হই-লেও তিনি ভীরু বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধ। এই সকল এবং অপরাপর সকল দোষের একমাত্র মূল সম্মিলনে অক্ষমতা। (সামাজিক প্রবন্ধ ২৬৮ পৃঃ)

কোন স্বদেশীয় মহাপুরুষকর্ত্তৃক ইহার উপায় উদ্ভাবিত না হইলে আমাদের এই মৌলিক দোষ দূর হইবে না। তাদৃশ মহাপুরুষের যাহাতে আবির্ভাব হয় তাহার কোন পথ আছে কি না, ইহাই এক্ষণে ভাবিয়া স্থির করিবার প্রয়োজন। তাহা ভাবিতে গেলে, ইহাই অনুমান হয় যে তৎসম্বন্ধে আমাদের অবশ্য করণীয় দুইটী। একটী এই যে, যখন কোন শুভকার্য্য সাধনের নিমিত্ত তুমি স্বয়ং ইচ্ছা করিতেছ, যদি অপর কাহাকেও সেই বা তাদৃশ কার্য্য সাধনের নিমিত্ত ইচ্ছুক হইতে দেখ, তবে অন্যান্য বিষয়ে পার্থক্য থাকিলেও তাঁহার সহিত সম্মিলিত হও। ৺ জগন্নাথ দেবের রথ-রজ্জুতে অনেকের সহিত একমন হইয়া হাত দিতে হয় নতুবা রথ চলে না। দ্বিতীয় কথা এই—আপনার প্রতিবাসী হউন বা পরিচিত হউন বা শ্রুতনামা যে কোন স্বজা-

তীয় ব্যক্তি হউন, যাঁহাকে সম্মানার্হ দেখিতে পাও, তাঁহাকেই সম্মান করিতে প্রবৃত্ত হও। আমরা জাতিতে হিন্দু, আমরা স্বহস্তে মাটী তুলিয়া বাছিয়া ছানিয়া প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া সেই প্রতিমার পূজা করিতে এবং তাঁহার স্থানে বর প্রার্থনা করিতে জানি। অতএব প্রকৃতিস্থ থাকিলে আমরা ছোটকেও বড় করিয়া লইতে পারি। বড় দেখিবার এবং বড় করিবার চেষ্টা করিতে করিতে আমাদের ভাগ্যে প্রকৃত বড় লোক জন্মিয়া যাইতে পারেন। যে দেশে অসূয়ার আধিক্য সে দেশে প্রকৃত বড় লোক জন্মিতে পারে না। ভারতবর্ষের এই অধঃপতিত দশায় অসূয়া দোষের অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে।

ভারতবাসী স্বদেশীয় এবং স্বজাতীয় কাহাকেও বড় লোক বলিয়া জানিতে চাহেন না। তাঁহার মতে তাঁহার স্বজাতীয় সকলেই ন-কড়ে ছ-কড়ে। যেমন সাধন সিদ্ধিও তদনুরূপ হয়। আমরা ন-কড়ে ছ-কড়ে দেখিতে চাই অতএব ন-কড়ে ছ-কড়েই দেখিতে পাই। এই দোষের সম্যক্ পরিহার না হইলে দেশে বড় লোকের আবির্ভাব হইবে না। ফলতঃ অনুবর্ত্তী লোক থাকে বলিয়াই বড় লোকেরা অগ্রণী হইতে পারেন। স্বজাতীয়ের নিন্দা করা, বৈজাতীয়ের দোষ ধরা, স্বজাতীয়ের অনুবর্ত্তন না করা, ইহাই আমাদিগের মর্ম্মগত মহাপাপ এবং আমাদিগের বর্ত্তমান দুরবস্থা এবং অধঃপাত ঐ পাপের অবশ্যম্ভাবী ফল এবং তাহার প্রায়শ্চিত্ত। (সামাজিক প্রবন্ধ ২৬৮-৯)

যে প্রকার মহাপুরুষ আমাদিগের প্রকৃত নেতা হইতে পারিবেন, তাঁহার কয়েকটী লক্ষণ যেন পূর্ব্ব হইতেই মনে করিয়া লইতে পারা যায়।

[১] তিনি আত্মত্যাগী এবং স্বজাতীয়লোকেরই সহানুভূতি প্রয়াসী হইবেন। [২] তিনি সকল ভারতবাসীর পরস্পর সম্মি-লন সাধনের উপযোগী উপায়ের আবিষ্কার করিবেন। সুতরাং অধিকারী ভেদ বিষয়ক তথ্যের অপহ্নব না করিয়াও সকল সম্প্র-দায়িকেরই প্রতি অপক্ষপাতী হইতে পারিবেন। [৩] তিনি পূর্ব্বগত স্বদেশীয় শিক্ষাদাতৃবর্গের কিছুমাত্র : : অগৌরব করিবেন না। প্রত্যুত আপনার ব্যাপকতর মতবাদের অভ্যন্তরে পূর্ব্বাচার্য্য দিগের প্রদত্ত সমুদয় শিক্ষাসূত্রের সন্নিবেশ করিবেন। [৪] তাঁহার মতবাদে শাস্ত্রের এবং বিজ্ঞানের সমস্ত সার সম্মিলিত হইয়া থাকিবে। (৫) তিনি সূর্য্যদেবের ন্যায় ভারতাকাশের পূর্ব্বোদিত গ্রহ নক্ষত্রাদি আপনার রশ্মিজালে বিলীন করিয়া লই-বেন, কাহাকেও নির্ব্বাপিত করিবেন না। এই লক্ষণগুলির সহিত তীক্ষ্নবুদ্ধিমত্তা, অগাধ পাণ্ডিত্য, বাগ্মিতা, লিপিকুশলতা অসীম উদারতা এবং সমস্ত কঠোর ওজোগুণেরও সম্মিলন থাকিবে। এরূপ লক্ষণের চিহ্ন মাত্র পাইলেই ভগবদ্ বাক্যের স্মরণ করিবে—

"যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেববা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মমতেজোংশসম্ভবঃ॥"

যাহাতে প্রভা শ্রী ও তেজঃ দেখিবে তাহাই আমার তেজের অংশ-সম্ভূত বলিয়া জানিবে।

অতএব পূর্ব্বোল্লিখিত লক্ষণের আভাস মাত্র যাঁহাতে পাইবে তাঁহারই গৌরব বৃদ্ধির চেষ্টা করিবে। দেশের বুদ্ধিমান লোকে এই প্রণালীর অনুসরণ করিতে পারিলেই দেশ মধ্যে যদি প্রকৃত বড়লোক কেহ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে অনতিবিলম্বেই প্রকাশমান হইবেন। আর যদি তেমন কেহ না জন্মিয়া থাকেন, তবে তাঁহারও আবির্ভাবের সময় নিকটতর হইয়া আসিবে।

(সামাজিক প্রবন্ধ ২৭১ পৃঃ)

(গ) এককোদ্যমে কতকগুলি লোকের চিত্তোন্নতি না হইলে কোন দেশে মহাত্মা পুরুষের আবির্ভাব হয় না। যেমন উচ্চ অধিত্যকা হইতেই উচ্চতম গিরিশৃঙ্গ উত্থিত হয়, সেইরূপ হৃদয়বান ব্যক্তি-দিগের মধ্য হইতেই উচ্চতম মহাত্মার আবির্ভাব হইয়া থাকে। হিমালয়ের অধিত্যকা দেশ হইতেই কাঞ্চনগিরি উঠিয়াছে, নিম্ন দ্রোণীদেশ হইতে উহা উঠে নাই। অতএব দেশের জন সাধা-রণের হৃদয়ে যাহাতে আশা, অধ্যবসায়, একাগ্রতা, সত্যনিষ্ঠা এবং সহানুভূতির বৃদ্ধি হয় তজ্জন্য চেষ্টা করাই বর্ত্তমানের কর্ত্তব্য। শিক্ষাকার্য্যও বুদ্ধিমত্তা, বহুজ্ঞতা, স্বাবলম্বন, বাগ্মিতা, লিপি কুশলতা, উদারতা এবং ওজস্বিতা বর্দ্ধন চেষ্টার সহিত স্বজাতি বাৎসল্যের প্রতি একাগ্র হইয়া পরিচালিত হওয়া আবশ্যক।

শাস্ত্রে একটী দশম অবতারের কথা আছে। উহাঁর নাম কল্কি। তিনি সম্ভলগ্রামে, বিষ্ণুযশার ঔরসে, সুমতির গর্ভে জন্ম লইয়া শাণিত কৃপাণ হস্তে অশ্বারূঢ় পুরুষাকারে দৃষ্ট হইবেন। কোন শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষ এই শাস্ত্রোক্তির যে প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া-ছেন তাহাতে পূর্ব্বোল্লিখিত সমস্ত কথাই সমর্থিত হয় বলিয়া আমি মনে করি। তিনি বলেন—"সম্ভলগ্রামেষ" * অর্থ নিশ্চয়া-ত্মকচিত্তসমূহ, "বিষ্ণু যশার' † অর্থ 'ব্যাপক আজ্ঞা', "সুমতির"

---

* সম্ভলগ্রাম শব্দের ব্যুৎপত্তি—'ভল' ধাতু নিরূপণার্থে, অৎ প্রত্যয় দ্বারা সিদ্ধ, সম্ভল অর্থে সম্যক্ প্রকারে নিরূপিত বা নিশ্চিত অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মকচিত্ত, গ্রাম অর্থে সমূহ, অতএব সম্ভল-গ্রাম—নিশ্চয়াত্মকচিত্ত সমূহ।

† বিষ্ণুযশা বিষ্ণু অর্থে ব্যাপক, যশস্ শব্দের অর্থ আজ্ঞা বা সত্তা, অতএব বিষ্ণুযশা—ব্যাপক আজ্ঞা।

সুমতি—সুন্দর বুদ্ধি।

অর্থ 'সাধুবুদ্ধি' এবং "কল্কির" ‡ অর্থ 'কলহ নাশন"। অর্থাৎ লোকের হৃদয় নিশ্চয়াত্মক হইয়া উঠিলে (কিসে ভাল তাহা ঠিক করিয়া বুঝিলে) এবং লোক সমষ্টির সেই শুভ সাধনের নিমিত্ত আদেশ বা আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপ্ত হইলে সুবুদ্ধি হইতে কলহ নিবারণ দেবের আবির্ভাব হইবে। অতএব সকল ভারতবাসীর হৃদয়ই সম্ভলগ্রাম, সমস্ত ভারত সমাজই বিষ্ণুযশা, সকল ব্যক্তিই সুমতি স্থানীয়; এবং ভারতবাসীর পরস্পর বিবাদ বা গৃহবিচ্ছেদ নিবারণ করাই দশম অবতারের কার্য্য। কল্কিদেব যে অসি ধারণ করিবেন সেটী জ্ঞান বিজ্ঞানময় অসি—অজ্ঞাননাশক এবং সম্মিলন সাধক। তিনি যে অশ্বে আরোহণ করিবেন তাহা জগৎ বা ভারতবর্ষ স্বরূপ মহাঅশ্ব।

যদি দশম অবতার সম্বন্ধীয় শাস্ত্রোক্তির তাৎপর্য্য এইরূপ হয় তাহা হইলে কোন সময়ে য়িহুদী জাতীয়দিগের অবতার (মেসাইয়া) লইয়া ঐ জাতীয় লোকের যে প্রকার ভ্রম হইয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, আমাদেরও ভাবী অবতার কল্কি সম্বন্ধে প্রাকৃত লোকদিগের মধ্যে সেই প্রকার একটী ভ্রম জন্মিয়াছে, বলা যাইতে পারে। য়িহুদীরা তাহাদিগের ভাবী অবতারকে যুদ্ধবীররূপেই ভাবিত, এখানেও কল্কিকে সেইরূপ যুদ্ধবীর বলিয়া মনে করিয়া থাকে। কিন্তু কল্কিদেব আয়সকৃপাণ হস্ত সামান্য অশ্বারোহী পুরুষ না হইয়া জ্ঞান বিজ্ঞানময় অসিধারী, অন্তর্বিচ্ছেদ

‡ কল্কি—অর্থে কলহ বা পাপ (কলহাৎ কলিরুৎপন্নো যেন ধর্ম্মং বিনশ্যতি) কলি হইতে কণ্ প্রত্যয় দ্বারা সিদ্ধ কল্ক শব্দ। কল্কের অর্থাৎ পাপের বা কলহের নাশ করেন এই অর্থে ই প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ কল্কি=কলহ বা পাপনাশক। কল্কি পুরাণেই কথিত আছে "কল্কি'কল্ক বিনাশার্থং আবির্ভূতং বিহুর্বুধাঃ।"

বিনাশকারী, সম্মিলনসাধক, ভারতাধিষ্ঠিত পুরুষোত্তম হওয়াই সম্ভবপর।

(৩) জাতীয় ভাবটী হৃদয়োন্নতি সোপানের একটী প্রশস্ত ধাপ। [১] নিজের প্রতি অনুরাগ, [২] নিজ পরিবারের প্রতি অনুরাগ [৩] বন্ধু বান্ধব স্বজনের প্রতি অনুরাগ, [৪] স্বগ্রামবাসীর প্রতি অনুরাগ, [৫] নিজ প্রদেশবাসীর প্রতি অনুরাগ, এই পাঁচটী ধাপ ক্রমে ক্রমে ছাড়িয়া উঠিয়া তবে, [৬] স্বজাতি বাৎসল্য বা স্বদেশানুরাগ প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্থূল কথায় প্রাচীন গ্রীক্ এবং রোমীয়দিগের অধিকার এই পর্য্যন্ত। আবার পর্য্যায়ক্রমে ইহার উপরে [৭] স্বজাতি হইতে অনধিক ভিন্ন অপর জাতীয় লোকের প্রতি অনুরাগ। অগষ্ট কোম্‌টির মতানুযায়ীদিগের প্রকৃত অধিকার এই পর্য্যন্ত। [৮] মানবমাত্রের প্রতি অনুরাগ। সরলমনা যিশুর এবং মহাত্মা মহম্মদের এই সীমা। [১০] সজীব নির্জীব সমস্ত প্রকৃতির প্রতি অনুরাগ—ইহাই আর্য্যধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ আসন—আর্য্যেরা তাহারও উপরে, সেই অবাঙ্‌মনসোগোচরে আত্ম নিমজ্জন করিতে চাহেন।

ভারতবাসীর হৃদয়ে ঐ উচ্চতম ভাবের স্থান হইয়াছে বলিয়াই তাহার নিম্নতর যে জাতীয় ভাব, সেটী আবৃতপ্রায় হইয়া আছে। সম্প্রতি সেই আবরণের মোচন হইতেছে। যেমন ব্রতানুষ্ঠান পরায়ণ সাধুশীল ব্যক্তিদিগকে ক্ষুৎপিপাসাপীড়িত হইয়া ব্রতাবসরে শরীর রক্ষার প্রয়োজনীয় কার্য্যে অভিরত হইতে হয়, অথবা তপস্যার কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইলে, তাহার নিবারক অন্য অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে হয়, তেমনি এক্ষণে উচ্চতম সর্ব্বজনীন প্রীতিকে হৃদয় নিহিত করিয়া ভারতবাসী স্বদেশীদিগের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি বৃদ্ধির নিমিত্তই চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন। ভারতবাসী এখন স্বজাতীয় কোন নেতৃপুরুষোত্তমের

প্রতীক্ষায় বিশুদ্ধ এবং শুচি হইতেছেন, ধর্ম্মসূত্রের অবলম্বনে নিজের শাস্ত্র সহায়ে আপনার রক্ষা বিধানে প্রবৃত্ত হইতেছেন। যে কুশিক্ষালব্ধ স্বাতন্ত্রিকতা তাঁহাকে স্বজাতীয়ের মুখাপেক্ষতা পরিহার করাইতেছিল, তাহার মায়াজাল কাটিয়া উঠিতেছেন এবং আত্ম সমাজকেই ধর্ম্মসূত্র আবিষ্কারের একমাত্র নিদানভূত জানিয়া তাহার প্রতি পিতার ন্যায়, মাতার ন্যায় এবং ভ্রাতার ন্যায় প্রগাঢ়ভক্তি, প্রেম এবং সহানুভূতি সম্পন্ন হইতেছেন। ভারত-বাসী যে, এই স্বজাতি বাৎসল্যের অভ্যুদয় হইতে আপনার বিদ্যা-বৃদ্ধিকর, ধনবৃদ্ধিকর এবং আয়ুর্বৃদ্ধিকর কার্য্য সকলে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহার লক্ষণ ক্রমশঃই দৃষ্ট হইয়া আসিতেছে। কিছু-কাল ঐ সকল কার্য্য সত্যাবলম্বনে, সতেজ, সুবিস্তৃত হইয়া সুপ্রণালীক্রমে চলিলেই উপস্থিত বিঘ্নবিপত্তি সমুদায় কাটিয়া যাইবে, এবং সর্ব্বজনীন প্রীতি পুনর্ব্বার ভারতবাসীর হৃদয়ে অধিকতর বিকসিত হইবে। তখন সর্ব্বেশ্বরবাদ এবং একাত্ম-বাদরূপ সুমহৎ জ্ঞান এবং প্রীতির সমুজ্জ্বলতম আলোক স্ফুরিত হইয়া দিগন্তব্যাপী হইবে। ভারতবাসী "জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায়" বলিতেছেন। তিনি সে মহাবাক্য কখনই ভুলিবেন না—পর-জাতি বিদ্বেষ এবং পরজাতি পীড়ন তাঁহার স্বজাতি বাৎসল্যের অঙ্গীভূত হইবে না। প্রত্যুত পৃথিবীর অপর সকল জাতি তাঁহার নিকটে জ্ঞান এবং প্রীতির ঐ মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইবে। কিন্তু সম্প্রতি তিনি অপর একটী মন্ত্রেরও উচ্চারণ করিবেন—

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।

(সামাজিক প্রবন্ধ ৩১৩—৩১৫ পৃঃ)

স্বদেশবাসীকে পবিত্র ও উন্নত করিবার জন্য সামাজিক প্রবন্ধে লিখিত আরও কয়েকটী সাধারণ উপদেশের উল্লেখ করা যাই-তেছে।—

(১) যুগাবতারের আবির্ভাব নিশ্চয়ই হইবে, কিন্তু কখন কোন পরিবারে ঘটিবে তাহা জানা নাই, সুতরাং তাঁহার আবির্ভাবের আশায় সকল পরিবারেরই শুচি ও সমাহিত হইয়া ধর্ম্ম পথে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা উচিত।

(২) জ্ঞানমার্গ, ভক্তিমার্গ এবং কর্ম্মমার্গ মধ্যে ভেদ বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া ভক্তি জ্ঞান সমন্বিত কর্ম্মের দ্বারা ভগবানের পূজা করা উচিত। ধর্ম্মের ব্যাপকত্ব লোপ করিতে নাই। জীবনের ছোট বড় সকল কার্য্যই পূজাভাবে করিতে হয়।—"যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনং।"

(৩] পুত্র যাহাতে নিজের অপেক্ষা [বল বুদ্ধি ও চরিত্রে] উন্নত হয় সেই চেষ্টা প্রত্যেক ব্যক্তির কায়মনোবাক্যে ও ব্যবহারে করা কর্ত্তব্য। তাহাতেই পারিবারিক কার্য্যে ভগবানের পূজা হয়। উহাতেই মনুষ্য সমাজের উত্তরোত্তর উন্নতি। "পুত্রাদিচ্ছেৎ পরাজয়ং" ইহাই বিধি।

[৪] যাহাতে অন্যের প্রতি তোমার নিজের সহানুভূতি সম্বর্দ্ধিত হয়, কায়, মন, বাক্য এবং ব্যবহারে এরূপ অভ্যাসই সামাজিক ধর্ম্মে ঈশ্বরের পূজা।

[৫] সর্ব্বদাই বিচার দ্বারা এবং ভক্তির সূক্ষ্ম অনুভূতি দ্বারা ভেদ জ্ঞানের ত্যাগ পূর্ব্বক সকল কর্ম্মে এবং সকল সময়ে বিশ্বে এবং বিশ্বাত্মায় প্রীতির বৃদ্ধি এবং তদ্দ্বারা অবিচলিত শান্তি ও আনন্দ লাভ চেষ্টা করিবে। সচ্চিদানন্দের সজ্ঞান সভক্তিক ধ্যানলব্ধ সমাধিই চরম লক্ষ্য। উহাতেই জীবন্মুক্তি।

ভূদেব বাবু ১২৭১ অব্দ হইতে "শিক্ষাদর্পণ" নামক এক খানি শিক্ষা বিষয়ক পত্র পাঁচ বৎসর পরিচালিত করেন। ১৮৬৮ সালে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে এডুকেশন গেজেট নামক সুপ্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রের স্বত্বাধিকারিত্ব অর্পণ করেন।

১৮৫৬ অব্দে তাঁহার কথাতে মিঃ হজসন প্রাটের উদ্যোগে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক এডুকেশন গেজেট স্থাপিত হয়। ইহার উদ্দেশ্য শিক্ষাদান এবং গবর্ণমেণ্টের কার্য্য এবং প্রজার অভাব পরস্পরকে সহজ ভাবে জ্ঞাপন করা। রাজা প্রজা উভয়েই কতকটা ভুল বুঝাতেই ১৮৫৭-৫৮ অব্দের সিপাহী মিউটিনি হইয়াছিল ভূদেব বাবুর এই বিশ্বাস ছিল।

ভূদেব বাবুর পূর্ব্বে রেভাঃ ওব্রিয়েন স্মিথসাহেব, বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং বাবু প্যারীচরণ সরকার মাসিক বেতনে সম্পাদক বা সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত ছিলেন। পত্রখানি গবর্ণমেণ্টেরই ছিল। ভূদেব বাবু ভৃতিভুক্ সম্পাদক হইতে স্বীকার না করায় এডুকেশন গেজেটের স্বত্ব তাঁহাকে দেওয়া হয় এবং শিক্ষা বিভাগ হইতে মাসিক ৩০০৲ গ্রাণ্ট-ইন-এড সাধারণতঃ যেরূপ স্কুল প্রভৃতির সাহায্যে দেওয়া হইয়া থাকে সেইভাবে দেওয়া হয়। ঐ সংবাদ পত্রের স্বত্ব বিশ্বনাথ ফণ্ডে তিনি দান করায় সেই ফণ্ডের সমিতি দ্বারা উহা এক্ষণে পরিচালিত হইতেছে।

অনেক ইংরাজেও ভূদেব বাবুকে ভক্তি করিতেন। দেশীয় লোকের ত কথাই নাই!

স্যর আলফ্রেড ক্রফট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার স্বরূপে কনভোকেশনের বক্তৃতা স্থলে [১৮৯৪] ভূদেববাবুর সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—

A man of wide culture, familiar with all the main developments of European thought and holding liberal views on many social subjects, he was a Hindu of Hindus in all that concerned the regulation of his own life and the doctrines of his religion. *In the efficacy of the doctrines of*

the Vedantic Philosoply he had a profound belief both as a system of philosophy and as a rule of faith. In it he claimed to find full satisfaction for all his spiritual needs—অর্থাৎ ভূদেব বাবুর পড়াশুনা অনেক ছিল এবং ইউরোপীয় চিন্তাশীলতার ফলস্বরূপ উৎপন্ন প্রধান, প্রধান, বিষয়গুলি সমস্তই তাঁহার পরিজ্ঞাত ছিল। অনেক সামাজিক বিষয় সম্বন্ধে তিনি উদার মতের পরিপোষক ছিলেন, কিন্তু ধর্ম্ম এবং দৈনন্দিন জীবনের অনুষ্ঠানাদি সম্বন্ধে তিনি এক-জন খাঁটি হিন্দু ছিলেন—সর্ব্বদা শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট পথানুযায়ী হইয়াই চলিতেন। বেদান্ত দর্শনেই তাঁহার সমধিক বিশ্বাস ছিল। দর্শনশাস্ত্র হিসাবেও তিনি বেদান্তকেই শ্রেষ্ঠ দর্শন বলিয়া মান্য করিতেন। আধ্যাত্মিক কোন বিষয় বুঝাইবার আবশ্যক হইলে তিনি ঐ দর্শন সাহায্যেই তাহা বুঝিয়া সম্পূর্ণ সন্তোষ লাভ করি-তেন।

মিঃ সিঃ ই বকল্যাণ্ড সাহেব তাঁহার "বেঙ্গল অণ্ডার দি লেপ্টনেন্ট গবর্ণরস্" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন—"সম্পূর্ণ সৌজন্য সহ একান্ত দৃঢ়তার সুমিশ্রণ ভূদেব বাবুর চরিত্রে ছিল। সর্ব্ব বিষয়ে সরকারী কর্ম্মচারীদিগের সহিত যে ভাবে চলিতেন তাহা-তেই তাঁহার এইরূপ চরিত্রের বিশেষত্ব প্রকাশ পাওয়া যায়। অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগের প্রতি কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি যেমন কড়া, অপর সময়ে আবার সে সকলের প্রতি তেমনি সৌজন্য প্রদর্শন করিতেন।

প্রতি বৎসর বার্ষিক রিপোর্ট দিবার সময় অধীনস্থ ডেপুটী ইনস্পেক্টরগণ ৪।৫ দিনের জন্য সকলেই আসিয়া একত্রিত হই-তেন। সকলেই ভূদেব বাবুর বাড়ীতে বাসা পাইতেন। এবং ভূদেব বাবুও সকলকে লইয়া একত্রে আহারাদি ও আমোদ আহ্লাদ

করিতেন। সন্তানদের ন্যায় আদর সকলেই পাইতেন। বস্তুতঃ স্বদেশীয় উচ্চতর পদস্থ সহৃদয় ব্যক্তির অধীনে চাকরি করিয়া যে কত সুখ হইতে পারে তাঁহারা তাহা সম্পূর্ণ অনুভব করিতেন। এক সময়ে একত্রে খাইতে বসিয়া তাঁহাদিগের মধ্যে একজন বলিয়াছিলেন "এটা ত আমাদের (মিটিং) কার্য্যের জন্য একত্র সম্মিলন) নয়, এ মিট ইটিং (মাংস ভোজনের বন্দোবস্ত)। সমস্ত-দিন একাগ্রচিত্তে সকালে সরকারী কার্য্য করিয়া সকাল বৈকাল ও রাত্রিতে একত্র মিলিয়া আমোদ আহ্লাদ করিতেন।

কোন এক আধ পাগলা ডেপুটী ইনস্পেক্টর ভূদেব বাবুর অধীনে আসিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে ডাইরেক্টারের নিকট এই বলিয়া দরখাস্ত করেন যে "ভূদেব বাবু ডেপুটী ইনস্পেক্টরদিগের সহিত হাস্য পরিহাস দাবা খেলা প্রভৃতি করিয়া থাকেন, আবার কাজের সম্বন্ধে সেইদিনেই হয়ত সামান্য মাত্র ত্রুটি দেখিলে অত্যন্ত অধিক কড়াকড়ি করিয়া থাকেন। 'তখনই' ভুল শোধরাইয়া দিতে বলেন। তাঁহার মেজাজের ঠিক না পাওয়ায় বড়ই অসুবিধা হয়। ডাইরেক্টার সাহেব সেই দরখাস্ত ভূদেববাবুর নিকট দিয়া লেখেন যে, অধীনস্থ কর্ম্মচারীর নিকট হইতে সহৃদয়তা, উদারতা ও কার্য্য দক্ষতার এরূপ সুন্দর প্রশংসাপত্র লাভ অন্য কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই।"

তিনি ইউরোপীয়দিগকে যে সকল কথা বলিতেন তাহা গাম্ভীর্য্য সম্পন্ন ও সরস উপদেশ মূলক এবং নূতন নূতন বিষয়ের উদ্ভাবন ও আলোচনায় মনকে প্রবৃত্ত করিতে সমর্থ হইত।

সার লোপার লেথব্রিজ তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "Vidyasagar was the very ideal of a high mind, benevolent and intellectual Brahmin of the old school—Kristo Das the model of the kindly, clever,

versatile man of the world—but Babu Bhoodeb in his later years seemed to me to combine some of the best qualities of both these great men," অর্থাৎ ৺ বিদ্যাসাগর মহাশয় উচ্চাশয়, উপকারক এবং বুদ্ধিমান প্রাচীন তন্ত্রের ব্রাহ্মণের, এবং কৃষ্ণদাস পাল একজন সদয় স্বভাব সুদক্ষ কাজের লোকের আদর্শ ছিলেন ; বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় শেষ জীবনে উল্লিখিত মহাত্মদ্বয়ের প্রধান প্রধান যাবতীয় উৎকৃষ্ট গুণ গুলির অধিকারী হইয়াছিলেন বলিয়া আমার মনে হয়।

ভূদেববাবু সম্বন্ধে কতকগুলি চলিত গল্প একত্র করিয়া দেওয়া যাইতেছে ;—

(১) জেলের প্রধান পরিদর্শক মিষ্টার হিল একবার তাঁহাকে বলিয়াছিলেন "যে ভাষায় যে শব্দ নাই, সে জাতির মধ্যে তদনুরূপ ভাবও নাই। যেমন বাঙ্গালা ভাষায় "থ্যাঙ্ক ইউ" (তোমাকে ধন্যবাদ) শব্দের মত কোন কথা প্রচলিত নাই।" ভূদেব বাবু বলেন "এ সূত্র ঠিক। বাঙ্গালীর অন্তঃকরণে গভীর [Too deep for words] কৃতজ্ঞতা আছে। কে তাহার জন্য কি করিল তাহা সে বুঝিতে পারে ও মনে রাখে ; মুখে একটা "থ্যাঙ্ক ইউ" বলিয়া সারিয়া দেয় না। আর দেখুন 'হমবগ' কথার বাঙ্গালা প্রতিশব্দও নাই আর বাঙ্গালীর মধ্যে সেভাবও নাই"।

হঠকারিতাসহ একটা জাতির নিন্দা করিয়া ফেলিয়া সাহেব একটু লজ্জিত হইয়াছিলেন। উপযুক্ত উত্তরে খুব খুসি হইয়া বলিয়াছিলেন, (yon have served me right অর্থাৎ আমার উচিত হালই করিয়াছ।

(২) অ্যাটকিনসাহেব (ডিরেক্টার) একদিন জিজ্ঞাসা করেন "আপনি মুখোপাধ্যায় না লিখিয়া মুখার্জ্জি লেখেন কেন?" ভূদেব বাবু হাসিয়া উত্তর দেন "আপনারা বিদ্যার গৌরব কম করেন ;

ধনের গৌরব বেশী করেন। তাই বাঙ্গালায় লিখি মুখোপাধ্যায় আর ইংরাজীতে লিখি মুখার্জ্জি। কোন সুদূর প্রাচীনকালে আমাদের মুখরা গ্রাম জায়গীর ছিল। ‘মুখরীয় ইতি খ্যাতো মুখরা গ্রাম বাসতঃ’।”

(৩) কোন সময়ে একজন উচ্চপদস্থ সহৃদয় সাহেবের সহিত রক্ষণশীলনীতি ও অবাধ বাণিজ্য সম্বন্ধে তর্ক উঠিলে ভূদেববাবু বাগানে শিশু পুত্র ক্রোড়ে উপবিষ্ট সাহেবের মেমকে জানলা দিয়া দেখাইয়া বলেন “তোমার জন্য বিশেষ যত্নে রক্ষণের আর প্রয়োজন নাই, কিন্তু ঐ শিশুটীর আছে। ভারতের দুর্ব্বল কারখানা গুলির এখন শৈশব।”

(৪) এক সময়ে অ্যাটকিনসন সাহেব ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া ভূদেববাবুকে বলেন “তুমি বা মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বা বাবু কৃষ্ণদাস পাল আমাদের সহিত একত্রে খাইলে আমাদের তৃপ্তি হইত, কিন্তু তোমরা খাও না। যাহাদের সহিত খাইতে প্রবৃত্তি হয় না তাহারাই হ্যাট কলার ও নেকটাই সজ্জা পরিয়া আমাদের সহিত খাইতে আইসে।” ভূদেব বাবু হাসিয়া উত্তর করিলেন “আমরা তিন জনে আত্মমর্য্যাদা ত্যাগ করিয়া আমাদের বেশ ও আহার পরিবর্ত্তন করিলে আমরাও সেই দলে পড়িতাম নাকি? আপনার ভাল লাগে আমাদের সমাজভক্তি। উহা ত্যাগ করিলেই বীরপ্রকৃতিক এবং স্বসমাজ ভক্ত ইংরাজের ঘৃণার উদ্রেক হয়।” অ্যাটকিনসন সাহেব ইহা স্বীকার করিয়াছিলেন।

(৫) ১৮৭১ অব্দে যখন ভূদেব বাবুর দ্বিতীয় পুত্র হুগলী কলিজিয়েট স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতেন তখন তাঁহার ক্লাসের মাষ্টার কথায় কথায় বলেন “তোমাদের বাড়ী এক কৃপণের বাড়ী, দুর্গোৎসব হয় না, অথচ অত টাকা মাহিনা আসিতেছে।” এই কথা পুত্র পিতাকে জানাইয়া জিজ্ঞাসা করেন “আমাদের দুর্গোৎ-

সব হয় না কেন?" ভূদেব বাবু বলেন "ঠাকুর ঘরে চণ্ডীপাঠ, ঘটে পূজা এবং ঐ সময়ে কয়েকটী ব্রাহ্মণভোজন, এ সমস্ত ত হয়। তবে নূতন করিয়া প্রতিমা আনা বা ঢাকঢোল বা যাত্রা গান হয় না বটে। কিন্তু ওগুলি ত পূজার প্রধান অঙ্গ নয়!" তেইশ বৎসর পরে বিশ্বনাথ ট্রষ্ট ফণ্ডের দলিল দস্তখত হইলে ভূদেব বাবু তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রকে বলিয়াছিলেন—"তোমাদের দুর্গোৎসবের ঢাকঢোলের যাত্রাগানের টাকা বাঁচানয় একটী স্থায়ী সৎকার্য্য ভাণ্ডার স্থাপিত হইতে পারিল। একথা যেন পুরুষ পুরুষানুক্রমে স্মরণ থাকে। অপ্রয়োজনীয় বা অল্প প্রয়োজনীয় কার্য্যে ধনের বা শক্তির অপব্যয় করিয়া ফেলিলে প্রকৃতপক্ষে প্রয়োজনীয় কার্য্য করিবার জন্য ক্ষমতা বাকী থাকে না।"

(৬) ভূদেব বাবুর দ্বিতীয় পুত্র যখন হাবড়ার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট তখন ৺ বঙ্কিম বাবু ও ৺ গৌরদাস বাবুও তথায় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। কাছারি বন্ধ হইবার পর এক এক করিয়া তিন জনেই ভাড়াটে গাড়ী ডাকাইয়া রওয়ানা হইলেন। ঐ দিন ভূদেববাবুর দ্বিতীয় পুত্র রেভিনিউ বোর্ডে কোন কার্য্যের জন্য গিয়াছিলেন। তথায় অনেকটা দেরী হওয়ায় সময় হিসাবে গাড়িভাড়া ২৷৷০ পড়ে। মাসের শেষে ভূদেব বাবুর এই পুত্রই তাঁহাকে খরচের খাতার নকল পাঠাইয়া দিতেন। উহা চুঁচুড়ার বাড়ীর সাংসারিক খরচের খাতায় আঁটা হইত। ঐ হিসাবে গাড়ি ভাড়া ২৷৷০ দেখিয়া ভূদেব বাবু আপত্তি করিলে পুত্র বলিলেন হাঁটিয়া হাবড়ার পুল পার হইয়া ট্রামওয়ে করিয়াই কলিকাতায় কাজে অন্য দিন যাই, কিন্তু ঐ দিন দুইজন ডেপুটী গাড়ী ডাকানয় তাঁহাদের সমক্ষে আমিও গাড়ি ডাকিয়া ফেলিয়াছিলাম। ভূদেব বাবু তখন আর কিছুই বলিলেন না। পরবায়ের ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হইতে ফিরিয়া আসার পর যখন পিতাপুত্রে

চুঁচুড়ার বাড়ীতে দেখা হইল তখন জানাইলেন যে সে দিন তিনি সেই বয়সে হাবড়ার পুল হাঁটিয়া পার হইয়া ট্রামওয়ে করিয়া ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে গিয়াছিলেন এবং খরচ বাঁচাইয়াছেন। ভূদেব বাবু বলিলেন "অপ্রয়োজনীয় ব্যয় মাত্রেই অপব্যয়।" পুত্রের ইজ্জত সম্বন্ধে বৃথা ভয় এবং অসঙ্গত সকল ভ্রম কাটিয়া গেল।

ঐ সময়ে তিনি আরও বলেন "নিজের শরীরের উপরে ব্যয় সঙ্কোচ লজ্জার কারণ নাই। সৎপথে—নিবৃত্তির পথে—যখন চলিবে তখন লোক নিন্দার বা লোক লজ্জার ভয় করিতে নাই। সেখানে বরং যাহাতে সাধারণের মত সৎপথে যায় সেজন্য চেষ্টা করিতে হয়। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী গ্লাডষ্টোনকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "আপনি রেলওয়েতে তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে যান কেন?" তিনি উত্তর দেন "চতুর্থশ্রেণী নাই বলিয়া।" ঐ কথাতে ধনী ইংলণ্ডের অনেক উপকার হইয়াছে—আর আমরা দরিদ্র সাবেক মোটা চাল চলন ছাড়িয়া কাঙ্গালের ঘোঁড়রোগে পড়িতেছি। চটী পায়ে দোবজা গায়ে পদব্রজে আগত পবিত্র মহা পণ্ডিত অধ্যাপক ব্রাহ্মণের পায়ে ধনীর মস্তক অবনত হওয়াই এদেশের আদর্শ ছিল। অর্থাৎ বিদ্যা ও পবিত্র চরিত্রই এদেশে মান্যের স্থান ছিল।"

ভূদেববাবুর বয়স যখন সাত বৎসরেরও কম, তখন একদিন তর্কভূষণ মহাশয় তাঁহাকে একটু ঘুরাইয়া ফিরাইয়া মাণিকতলার একটা বাগানে আনিয়া একাকী ছাড়িয়া দিলেন এবং বলিয়া দিলেন, তুমি একেলা এখান হইতে বাড়ী যাও। তাঁহার এরূপ করিবার উদ্দেশ্য বালককে ঐ সময় হইতেই আত্মনির্ভরতা শিক্ষা দেওয়া। আত্মনির্ভরতা শিখাইবার জন্য তিনি আরও অনেক উপায় অবলম্বন করিতেন। এরূপ পবিত্র স্বভাব অসাধারণ সংযমশীল শাস্ত্রজ্ঞ স্থিরবুদ্ধি স্নেহময় পিতার চেষ্টা কখনই বিফল হয় না।

(৭) ভূদেব বাবু বহরমপুরে থাকার সময়ে বঙ্কিমবাবু তথাকার ডেপুটী কালেক্টর ছিলেন। সময়ে সময়ে তিনি ভূদেব বাবুর বাসায় আসিতেন। বহরমপুরের কলেক্টরীর একজন প্রধান আমলাও মধ্যে মধ্যে ভূদেব বাবুর বাসায় আসিয়া কথাবার্ত্তায় সকলের সহিত যোগ দিতেন। একদিন বঙ্কিম বাবু যখন ভূদেব বাবুর নিকট বসিয়া আছেন এমন সময়ে ঐ আমলা, ঘুরিয়া সেখানে বসিলে বঙ্কিমবাবু হঠাৎ উঠিয়া চলিয়া গেলেন। দুই একদিন পরে আর একদিন বঙ্কিম বাবু আসিয়া দেখিলেন ঐ আমলাটি বসিয়া আছেন, দেখিয়া আর না বসিয়া 'কাজ একটা মনে প'ড়ল' বলিয়া চলিয়া গেলেন। এরূপ যে ঘটিতেছে কেহই লক্ষ্য করেন নাই। বঙ্কিম বাবু ইহার পরদিন ভূদেব বাবুকে বলেন, "আমলাদের নিয়ে একত্রে বসেন কেন?" তাহাতে ভূদেব বাবু বুঝাইবার চেষ্টা করেন যে, চাকরীর পদমর্য্যাদা শুধু সরকারী কাজ করিবার সময়ে, চব্বিশ ঘণ্টা কেহ চাকর নয়—সিভিলিয়ান কমিশনর ইউরোপীয় সব ডেপুটীর সহিতও ক্লাবে মিশেন। ঐ আমলাটিও ত ব্রাহ্মণ। এ সকল কথা বঙ্কিমবাবুর মনঃপূত হইল না। "সব ডেপুটীরা আমলা ক্লাসের নয়"—সেদিন একটু ক্ষুণ্ণভাবে ইহা বলিয়াই অন্য কথাবার্ত্তা পাড়িলেন। একদিন কথা প্রসঙ্গে ভূদেব বাবু বলিলেন, "কন্যা বিবাহ দেওয়া বড়ই কঠিন হইতেছে। যাহাদের কুল আছে তাহাদের বিদ্যা নাই, যাহাদের কুল ও বিদ্যা আছে তাহাদের অন্নসংস্থান নাই"—এই কথায় বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "আমার একটি মেয়ের বিবাহের জন্য আমিও বড়ই ভাবনায় পড়িয়াছি," ভূদেব বাবু বলিলেন, "তোমাদেরই ঘর, পুরুষে তোমায় চেয়ে কিছু উঁচু একজন আছেন। ছেলে এবারে প্রথম বিভাগে বিএ পাশ হইয়াছে, ছেলে মাতামহের বিষয় অনেক হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছে।

বাপ কেরাণীগিরি করে এবং বলে ছেলের বিষয় থেকে খাইব কেন? কোম্পানীর কাগজের সুদ বাহির করায় কোন অসুবিধা নাই যে, উহার বিষয় রক্ষায় সাহাব্য করাতে নিজে খাটিয়া খাই-বার সময় পাইব না, সে লোকটিকে তুমি জান, এখানকার কলে-ক্টরীতে কাজ করেন। আমার স্বগোত্র। তোমার কাজে লাগিতে পারে।" বঙ্কিম বাবু আগ্রহ সহকারেই বলিলেন, "কে? তাঁর ছেলে এত ভাল আর তাঁর মন এত উঁচু এবং কুলেও এরূপ তাহাত জানিতাম না!" তখন ভূদেব বাবুর হাসিমুখ দেখিয়াই বঙ্কিম বাবু সব বুঝিতে পারিলেন। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "এটা সেদিনকার তর্কের শেষ নিষ্পত্তি হইল। আপ-নার কাছে আসিয়া যদি সংশিক্ষা না পাইব ত কোথায় পাইব? যেখানে কন্যাদানের কথা মনে হইতে পারে সেখানে আর আফি-সের বাহিরে আমলা হাকিমের পার্থক্য কোথায়? এ বিষয়ে আমার বড়ই বিষম ভ্রম ছিল।"

(৮) এক সময়ে স্কুল সমূহের ডেপুটী ইনস্পেক্টর ৺ প্যারী-মোহন মুখোপাধ্যায় ভূদেব বাবুকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি গ্রীস, রোম ও ইংলণ্ডের ইতিহাস লিখিয়াছেন, কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাস লেখেন নাই, ইহার কারণ কি?" উত্তরে তিনি বলেন —"গ্রীক রোমীয় এবং ইংরাজ এই তিনটী সুপ্রধান স্বদেশভক্ত জাতির ইতিহাসে ভারতবাসীর শিখিবার জিনিস অনেক আছে। ভারতবর্ষের ইতিহাস ত দুইটি প্রায়শ্চিত্তের ইতিহাস মাত্র।" ভারতবাসীর কি কি পাপের কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে জিজ্ঞাসায় ভূদেব বাবু উত্তর দেন, "(১) স্বধর্ম্মীবিদ্বেষ,—হিন্দু তাহার নিম্ন শ্রেণীকে অন্ত্যজ বর্ণ নাম দিয়া পশুর অপেক্ষাও অধিক ঘৃণা করি-য়াছে। একজন ডোম বা মেথর কোন স্থানে বসিলে তথায় গোবর জল দেওয়া হয়—একটী ছাগল আসিয়া তথায় বিষ্ঠাত্যাগ

করিলেও শুধু ঝাড়ু দিলেই চলে। অথচ হিন্দুর পরম পবিত্র শাস্ত্র বলেন, "সর্ব্বঘটে নারায়ণ আছেন, এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে এবং শ্বপাকে" সমদর্শন করিতে হয়। ব্যবহারক্ষেত্রে হিন্দুর এই স্বধর্ম্মী বিদ্বেষের জন্য ভগবান তাঁহার অসীম কৃপায় পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা স্বধর্ম্মীপ্রেমিক জাতিকে—মুসলমানকে—শাস্তা ও শিক্ষক রূপে ভারতে প্রেরণ করেন। ইহাঁরা আহারে ব্যবহারে স্বধর্ম্মীর মধ্যে পণ্ডিতে এবং মুর্খে, সুলতানে এবং ভিক্ষুকে প্রভেদ করেন না। ঈদের দিনে সর্ব্বশ্রেণীর মুসলমানদিগের সহস্র সহস্র "একত্র" হইয়া বিশ্বনিয়ন্তার বন্দনা কি সুন্দর দৃশ্য! অন্ত্যজ প্রভৃতি যতক্ষণ হিন্দুয়ানীর ভিতর থাকে ততক্ষণই ঘৃণিত, উহারা যেই মুসলমান হয় অমনি উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু বলেন, "সেলাম মিয়া সাহেব।" তখন উহাদের বসিবার জন্য কাঠের চৌকী দিতে হয়। এই স্বধর্ম্মী বিদ্বেষের প্রায়শ্চিত্ত বহুশত বৎসর ধরিয়া মুসলমান রাজত্বে চলার পরে মহারাষ্ট্রে ও পঞ্জাবে ঐ দোষটা একটু কাটিয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয়ের মোগলের সহিত ধর্ম্ম যুদ্ধের সময়, বিবাহে ও আহারে বর্ণভেদ রক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও মহারাষ্ট্রীয় হিন্দুদিগের মধ্যে সক্ষম ব্যক্তি মাত্রেই বর্ণ নির্ব্বিশেষে প্রাধান্যের পথ উন্মুক্ত পাইয়াছিল। তাহাতেই হোলকার জাতিতে ধাঙ্গড়, গাইকবাড় জাতিতে মেষপালক এবং সিন্ধিয়া জাতিতে কাহার হইলেও আজ রাজতক্তে উপবিষ্ট লক্ষিত হইতেছেন। পঞ্জাবে শিখদিগের মধ্যেও সকল বর্ণের লোকই সিংহপদবীধারী এবং বিবাহ সম্বন্ধে পার্থক্য থাকিলেও সকলে আহার সম্বন্ধে সম্মিলন প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। (১) স্বদেশী বিদ্বেষ—ভারতবাসীদিগের মধ্যে বাঙ্গালী, উড়িয়া, বিহারী, মহারাষ্ট্রীয়, পঞ্জাবী, নেপালী, কাশ্মীরী, হিন্দু, মুসলমান, প্রভৃতির পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ। এই পাপের জন্য মহারাষ্ট্রীয় এবং শিখ প্রাদেশিক ভাবের গণ্ডীর

বাহির হইতে পারে নাই, সকলেই যে ভারত সন্তান এবং তাহা-দের ভালবাসার পাত্র ইহা বুঝিয়া স্বদেশী প্রেমিক হইতে পারে নাই। শিখ সর্হিন্দ প্রভৃতি বড় বড় সহর বিধ্বস্ত করিয়াছিল; মহারাষ্ট্রীয় নির্ম্মমভাবে রাজপুতানা ও বাঙ্গালা লুঠিয়াছিল এবং লুঠেরাই থাকিয়া গিয়াছিল; ভারতে একচ্ছত্র মহাসাম্রাজ্য স্থাপন করিবার অতটা সুবিধা পাইয়াও স্বদেশীপীড়ন পাপ জন্য তাহা করিতে পারিল না। এই স্বদেশী বিদ্বেষ পাপের ক্ষালন জন্য ভগবান সমগ্র পৃথিবী মধ্যে স্বদেশ-প্রেমিক-শ্রেষ্ঠ ইংরাজকে ভারতে প্রেরণ করিয়াছেন। ইহঁদের মধ্যে ওয়েল্শ, স্কচ, আইরিশ, ডিসেণ্টার, প্রোটেষ্টাণ্ট, প্রেসবিটিরিয়ান, রোমান কাথলিক প্রভৃতি ভেদ আছে, কিন্তু সকলেই দেশের কাজে এক জোট। ক্লাইব একজন সামান্য ইংরাজ কেরাণী ছিলেন। বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার রাজকোষের ধনে উহাঁকে কেহ স্বদেশী-দ্রোহী করিতে পারে নাই, কিন্তু তিনি অনায়াসে মিরজাফর প্রভৃতিকে ভাঙ্গাইয়া লইলেন। কোন একজন ইংরাজকে কিছু পাইতে দেখিলে সমস্ত জাতিই পরিতৃপ্ত হয়। এমন কি সাধারণ ইংরাজ জুরি সময়ে সময়ে ইংরাজ অপরাধীকে রাজদণ্ড হইতে রক্ষা করার জন্য তাহাকে অন্যায্যভাবে "নটগিল্টি" (নির্দোষ) বলিয়া নিজেরাই নরকে যাইতে প্রস্তুত! অতটা ভাল নয়—ধর্ম্মই সর্ব্বোপরি—কিন্তু ইহাঁদের আগমনে ও সুদৃঢ় রাজ্যশাসনে সমগ্র ভারত যে একদেশ তাহা সুস্পষ্ট হইয়াছে। ইহাঁদের প্রদত্ত রেল-পথে সর্ব্বত্র যাতায়াতের সুবিধায় ভারতের আভ্যন্তরিক সম্মিলন সাধন দ্রুতবেগেই হইতেছে এবং ইংরাজরাজ ভারতের একছত্রে সম্মিলন সাধন করিয়া অশ্বমেধ ও রাজসূয় যজ্ঞের ফলভাগী হইয়া-ছেন। ফলতঃ ভারতবাসীর মধ্যে ধর্ম্ম এবং বর্ণ নির্ব্বিশেষে একটা তীব্র ভাব বা স্বদেশী প্রেম নিদ্রিত ইংরাজে

আগমনেই সাধারণের মধ্যে সুপরিস্ফুট হইতেছে এবং বহুশত বৎসর ইহাঁদের শাসনে থাকিয়াই ভারতবাসী উহা সম্পূর্ণভাবে প্রাপ্ত হইবে। সকল ভারতবাসীরই মুসলমানের আদর্শে স্বধর্ম্মী-প্রেম ও ইংরাজের আদর্শে স্বদেশী-প্রেম অনুশীলন করিবার খুবই সুবিধা ইংরাজদের আমলে ঘটিয়াছে। কিন্তু পবিত্র ভারত ভূমিতে স্বধর্ম্মের এবং স্বদেশের প্রতি ভক্তি ভালবাসার পোষণ উপলক্ষে অপর ধর্ম্মের বা অপর দেশীয়ের প্রতি বিদ্বেষ করা বা ধর্ম্মপথ হইতে অণুমাত্র বিচলিত হওয়া চলিবে না ; উহা ভারত-বাসীর প্রকৃতিবিরুদ্ধ এবং তাঁহার পক্ষে জ্ঞানকৃত পাপ হইবে। ধর্ম্মপ্রাণতা সম্বন্ধে ভারতবাসী এখনও পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উদার এবং উচ্চ আছেন।"

(৯) দয়ারসাগর ৺ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কোন সময়ে ক্ষুব্ধ হইয়া কাহাকেও বলিয়াছিলেন "আমি ত উহার কোন উপ-কার করি নাই, ও কেন আমার নিন্দা করিতেছে ?" ভূদেব বাবুকে কখনও এরূপ অকৃতজ্ঞতা জন্য ক্ষোভ করিতে দেখা যায় নাই। তাঁহার সংস্পৃষ্ট সকলেই তাঁহাকে তাঁহার নিষ্কাম সহায়তার জন্য একান্ত ভক্তি করিতেন এবং তাঁহার শিক্ষাদান ক্ষমতায় অনেকটাই ভাল হইয়া যাইতেন। এক সময়ে কেহ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঐ উক্তি উল্লেখে লোকের অকৃতজ্ঞতা সম্বন্ধে তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দেন "কৃতজ্ঞতার প্রত্যাশা করাটাতেই আশাভঙ্গের কারণ নিহিত আছে। তা ছাড়া সক-লের প্রতি সব সময়ে এক মাপের দয়ার কার্য্য করাও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ। দানটা "দেশে কালে চ পাত্রে চ" হওয়া চাই। যে সকল ভাল লোকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বারা উপকার পাইয়াছেন তাঁহারা কি উহাঁর প্রতি একান্তই ভক্তিমান নহেন ? সমস্ত বাঙ্গালী জাতিই ত ভাষার উপকার জন্য বিদ্যাসাগরে

ভক্তিমান। তবে, সকল অপাত্রগুলাই তাঁহার দান পাইলে সুপাত্র হইয়া পড়িবে এরূপ দুরাশা করিলে তাহা সফল হইবে কেন ?

ভূদেব বাবু জীবনের সকল কার্য্যই নিখুঁতরূপে শ্রীভগবানের পূজাভাবে করিতেন। "যৎকরোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনং" তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল বলিয়াই তাঁহার মনে রাজভক্তি ও দেশভক্তি এবং স্বসমাজভক্তি ও অপর সমাজের প্রতি ভক্তি, এ সমস্তেই সুসামঞ্জস্য ছিল। তাঁহার সমস্তই যে ভগবদ্ভক্তির বিকাশ মাত্র।

তিনি স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু সে সম্বন্ধে তাঁহার আদর্শ আধুনিক বিবিয়ানীর ছাঁচ ছিল না। পুরাকালীন আদর্শ নারী চরিত্রই তাঁহার স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ ছিল।

গৃহশিক্ষকের নিকটে এবং তাঁহার নিজের কাছে মেয়েদের সংস্কৃত পড়িবার ব্যবস্থা ছিল। বিবাহের পূর্ব্বেই মেয়েদের বাটনা-বাটা গৃহমার্জ্জন ও রন্ধন প্রভৃতি নিত্যকার্য্য শিখাইবার ব্যবস্থা ছিল। এবিষয়ে তাহাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিবার জন্য প্রতি-যোগী পরীক্ষারও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যে দিন যাহার রান্না সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে সেই সেদিন বাগানের সবচেয়ে বড় গোলাপ-ফুলটি মাথায় পরিতে পাইবে। বলা বাহুল্য, পরীক্ষক ও পুরস্কার-দাতা তিনি নিজেই। কন্যা এবং নাতিনীদিগের বিবাহ সম্বন্ধেও তাঁহার মত উদার ছিল। আধুনিক সংস্কারকদিগের মত উচ্ছৃ-ঙ্খল সমাজ সংস্কার তাঁহার অভিপ্রেত না থাকিলেও সুদূরদর্শী ধীর জনোচিত ধীরে ধীরে সমাজের প্রকৃত কল্যাণকর পথে তাঁহার গতিকে চালিত করিতে তিনি কথনই কুণ্ঠিত হন নাই। এই জন্য মেয়েদের বিবাহে মেলবন্ধন ত্যাগ করিয়া চারি কন্যাকে —তাঁহার নিজের মেল খড়দহ—ভিন্ন ভিন্ন মেলে প্রদান করিয়া

ছিলেন। এবং ধনবান্ পাত্র না খুঁজিয়া বিদ্বান্ দরিদ্রকেও সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তাঁহার জ্যেষ্ঠ জামাতা বারাসতের বাবু তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (২য় বারের বি এ এবং ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট—১৮৭২ নবেম্বরের ম্যাগাজিনে ইহাঁর প্রবন্ধ "প্রিভিলেজড্ আফ [illegible] ইংরাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল) পণ্ডিতরত্নী মেলের, দ্বিতীয় জামাতা উত্তরপাড়ার বাবু বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল (ইনি হাইকোর্টের উকিল এবং উত্তরপাড়া হিতকরী সভার সম্পাদক ছিলেন, এবং ইহাঁর পুত্র বাবু ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মুন্সেফ বিশ্বনাথ ট্রষ্টের সভ্য ছিলেন) এবং তৃতীয় জামাতা সুবর্ণপুরের শ্রীযুক্ত বাবু শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ বি এল (ভগলপুরের উকিল এবং সুপণ্ডিত ব্যক্তি) দুজনেই ফুলে মেলের এবং ৪র্থ জামাতা বারাসতের বাবু সুরেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ বি এল (ইনি বাঙ্গালায় সরল বেদান্ত দর্শন প্রণেতা, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী করিতেন) ভূদেব বাবুর ন্যায় খড়দহ মেলের ছিলেন।

কন্যাপণের সম্বন্ধে যেমন অনেক শিক্ষিত ও ধনিলোকেও আপত্তি করিয়া থাকেন, তাঁহার মত সেরূপ ছিল না।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ। দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্নসমন্বিতা॥" এই শাস্ত্রবাক্যের পুরা শ্লোকটিই তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন কন্যার উত্তরাধিকার সম্বন্ধে নৈসর্গিক দাবীর টাকাটা ধনরত্নে একেবারে দেওয়ার বিধিই উৎকৃষ্ট বিধি। বিষয়ের অংশ দেওয়াও ভাল নয় এবং তোমার কন্যা পরের বাড়ীতে ভরণ পোষণ জন্য যাওয়ার সময় তাহাদের ভাঁড়ারে উপযুক্তরূপ জমা দেওয়াই সঙ্গত। তিনি পুত্রদিগের বিবাহে কিছু চাহিতেন না। অন্য বিষয়ে মত হইলেই হইত।

যেরূপভাবে শিক্ষা দান করিলে শিশুদিগের চিত্তে সমধিক পরি-

মাণে কার্য্য করিবে তাহা তিনি যেমন বুঝিতেন, এমন যেন আর দেখা যায় না।

ভোরে উঠিয়া প্রাতঃক্রিয়া সমাপনান্তে শুচিভাবে গৃহদেবতার আরাধনার্থ তপোদ্যানে তাঁহার সম্মুখে পুষ্পচয়ন করিয়া সাজি হস্তে ঘুরিয়া বেড়াইবার সময় তাঁহার গৃহশিশুগুলিকে পুণ্য তপোবনবাসী ঋষির শান্ত ও স্মিতদৃষ্টিপূত তপস্বী কুমার কুমারীরই মতন দেখাইত।

ফুলতোলা হইয়া গেলে সব শিশুগুলি একত্র হইয়া তাঁহার পায়ে প্রণাম করিয়া চুম্বন প্রাপ্তে তাঁহার সম্মুখে সারিবাঁধিয়া নম্রমুখে সেনাপতির আদেশের অপেক্ষায় শিক্ষিত সৈন্যদলের মত নিঃশব্দে দাঁড়াইত এবং তারপর তিনি আদেশ করিলে সমকণ্ঠে সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিয়া তাঁহার আশ্রমতুল্য গৃহকে কিছু ক্ষণের জন্য গম্ভীর শব্দঝঙ্কারে মুখরিত করিয়া তুলিত। দেবতার সম্মুখ সাধকের মত দাদাবাবুর সম্মুখে দুষ্ট ছেলেটিও অশান্ত হইতে পারিত না। তাঁহার তেজঃপুঞ্জ মূর্ত্তিতে এমনিই ভক্তি ও বাধ্যতার শক্তি ছিল।

চাণক্যশ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত দেবদেবী ধ্যান প্রণাম ও গীতা উপনিষদের পর্য্যন্ত সরলার্থ সুমিষ্ট শ্লোক নির্ব্বাচিত ছিল। চাণক্য শ্লোকগুলির মধ্যে যে গুলিতে রাজনৈতিক কৌশল মাত্র আছে, বিশুদ্ধ ধর্ম্মনীতি প্রণোদিত নহে, সেগুলি বাদ দেওয়া ছিল। শ্লোকশিক্ষার সম্বন্ধেও একটু বিশেষত্ব ছিল। তিনি শিক্ষিতব্য বিষয়টি কাগজে লিখিয়া দিতেন না, তাহা অপেক্ষাকৃত মেধাবী কোন বালক বা বালিকাকে (যাহার সবচেয়ে শীঘ্র মুখস্থ হয়) শিখাইয়া দিতেন, সে আবার অন্য ছেলেদের শিখাইত। ইহাতে একটি সুফল ফলিত এই যে, সকলেই এই সম্মান লাভের জন্য সচেষ্ট থাকিত। ভূদেব বাবু নিজে হাতে খড়ি হইবার পূর্ব্বে পিতার

নিকট হইতে অনেক সংস্কৃত শ্লোক কণ্ঠস্থ করিয়া প্রত্যহ প্রাতে সেইগুলি পিতৃসমীপে আবৃত্তি করিতেন। ঐ শ্লোকগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত শ্লোকটির অর্থ বুঝাইয়া দিলে তাঁহার বড়ই ভাল লাগিয়াছিল, এবং সেই শৈশব হইতেই বংশের সুপুত্র হইবার ইচ্ছা জন্মিয়াছিল।

"একেনাপি সুবৃক্ষেণ পুষ্পিতেন সুগন্ধিনা।
বাসিতং তদ্‌বনং সর্ব্বং সুপুত্রেণ কুলং যথা।"

সংস্কৃত শিক্ষা বিস্তার ভিন্ন ভারতবর্ষের উন্নতি নাই ইহা উত্তমরূপে বুঝিয়া ছিলেন বলিয়াই তিনি সংস্কৃত শিক্ষাদানের উন্নতিকল্পে অত টাকা দিয়াই শুধু নিশ্চিন্ত ছিলেন না, নিজের ঘরেও সেই আদর্শ স্থাপন করিয়া অন্যকে দৃষ্টান্ত লইবার সুযোগ দিবার জন্যও তিনি একান্ত উৎসুক ছিলেন।

এই উদ্দেশ্যে তাঁহার পৌত্রদিগের মধ্যে কোন একটি অর্থকরী রাজবিদ্যার পরিবর্ত্তে সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া প্রকৃত ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত হইয়া বংশের গৌরব রক্ষা করে, দেশের উপকারে লাগে, এই ইচ্ছা তিনি পুত্রদের কাছে প্রকাশ করিয়া ছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রের তৃতীয় পুত্র পরম সুন্দর মূর্ত্তি সোমদেব তাহার অত্যন্ত শৈশবেই তাহার পিতামহের সর্ব্বাপেক্ষা প্রীতি উদ্রেক করিতে সক্ষম হওয়ায় ও তিন বৎসরে তাহাকেই পরমহংস স্বামী ভাস্করানন্দ জীউ বাড়ীর সকল ছেলের মধ্যে এই কার্য্যের জন্য যোগ্যতম বলায় দেবোদ্দেশে সুগন্ধি পুষ্পটীর মত তাহাকে তাহার দেশের, সমাজের ও বংশের মঙ্গলের জন্য মনে মনে তাহার শৈশবেই উৎসর্গ করিয়া রাখা হইয়াছিল। স্বামীজি বলিয়াছিলেন ইংরাজি শিক্ষার অপেক্ষা প্রকৃত উচ্চ সংস্কৃত শিক্ষার জন্য সূক্ষ্মতর বুদ্ধির এবং দৃঢ় অধ্যবসায়ের ও সংযত ভাবের একান্তই প্রয়োজন। সোমদেব তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট পথই যে উচ্চতর পথ তাহা সম্পূর্ণ

রূপে বুঝিয়া তাহার দুর্ব্বল শরীরেই সানন্দে ব্যাকরণের আদ্য পরীক্ষা, এণ্ট্রান্স ও ইণ্টার মিডিয়েট পরীক্ষা পাশ করে এবং মধ্যপরীক্ষার এবং সংস্কৃত অনার লইয়া বি এ পরীক্ষার জন্য পড়িতে ছিল। মন প্রশস্ত, কার্য্য সুসংযত, ও একান্তই পরার্থজীবন ছিল। রোগের সেবায় এবং অপরের কার্য্যে সোমদেব সকলের অগ্রণী ছিল। রুগ্ন হইয়া পড়ায় স্থান পরিবর্ত্তন ও চিকিৎসা উপলক্ষে সাধুসঙ্গ ও তীর্থদর্শন লাভ হইয়াছিল। ভারত-ধর্ম্ম মহামণ্ডলের শ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ স্বামী, তাঁহার গুরু শ্রীমৎ কেশবা-নন্দ স্বামী, পরমহংস শ্রীমৎ ভাস্করানন্দ স্বামিজীর গুরু পণ্ডিত অনন্তরাম, ৺ কাশীর কুরুক্ষেত্রনিবাসী শ্রীমৎ মাগনি রাম, স্বামী ও আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ প্রণেতা শ্রীযুক্ত শশিভূষণ সান্ন্যাল মহাশয় সকলেই বলিয়াছিলেন যে, সংযত, সুশিক্ষিত, একান্ত ধীরস্বভাব ঐরূপ যুবক দলেরই এখন দেশের জন্য প্রয়োজন। সোমদেব নিজের কাজ ঠিক ঠিক করিত। কাহার সহিত তর্ক বিতর্ক করিত না। ধৃষ্টতায় তাহার একান্তই উপেক্ষা ছিল। কেহ তাহাকে ক্রুদ্ধ হইতে দেখে নাই। কেহ কিছু বলিয়াছে বা কেহ কিছু করিয়ে শুনিলে সকলকেই উপদেশ দিত "বলুগ্‌গে", "করুগ্‌গে"। জন্ম চুঁচুড়ায় ২৬।১।১৮৯০। দেহত্যাগ ৺ কাশীতে ১।৮।১৯১০ খৃঃ)।

ভাল ভাল হিন্দু পরিবারের মধ্যে উপযুক্ত ছেলে বাছিয়া ঐরূপ আদর্শে শিক্ষা দিয়া প্রস্তুত করিতে থাকিলেই ভারতে অত্যুচ্চ শিক্ষার ও সংস্কারের বীজ রক্ষিত হইতে পারিবে। সেই চেষ্টাই বর্ত্তমান কালের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য।

তাঁহার দাম্পত্য জীবনের সম্বন্ধে এই খানে সামান্য একটি উদাহরণ দিলেই তাঁহার পিতৃভক্তি ও কর্ত্তব্যশিক্ষাদানপ্রণালী সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে।

একবার তাঁহার বাড়ীতে কৃষ্ণনগরের সরভাজা আনাইয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী হাঁড়ী হইতে তাহা বাহির করিয়া তাঁহাকে জল খাইতে দিলে ভূদেববাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবাকে দেওয়া হইয়াছে ?" তিনি বলিলেন, "তাঁহার জলখাবার সময় তাঁহাকে দিব।" ভূদেব বাবু বলিলেন, "ঠাকুরের জন্য অগ্রে কোন কিছু দ্রব্য তুলিয়া রাখার ন্যায় আমাদিগকে দিবার আগে বাবার জন্য স্বতন্ত্র রাখিয়াছ কি না ?" তাঁহার পত্নী মিথ্যাকথা জানিতেন না; ত্রুটি বুঝিয়া সঙ্কুচিতা হইয়া বলিলেন "না, স্বতন্ত্র তাঁহার জন্য রাখা হয় নাই।" এই কথা শুনিয়া ভূদেব বাবু জল খাবার ফেলিয়া উঠিয়া বলিলেন "এমন যেন আর কখন হয় না"। তিনি নিতান্ত অপ্রতিভ হইলেন।

তাঁহার পত্নীও তাঁহার উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী ছিলেন। পারিবারিক প্রবন্ধে তাঁহার সুখকর গার্হস্থ্য জীবনের অনেক কথাই আছে। একবার ভূদেব বাবু অনেক টাকা কাহাকেও বিনা লেখা পড়ায় ধার দেওয়াতে তৎসম্বন্ধে আপত্তি উঠিলে বলিয়াছিলেন, "যাহা যাহা বলিতেছ সত্য বটে, এরূপ করিয়া ক্ষতি হইল, কিন্তু তিনি যখন বলিয়াছেন তখন ত করিতেই হইবে, তাঁহার কথা মিথ্যা হইবে না।" স্বামীর ধর্ম্ম পালনের সহায়তা করাই প্রকৃত সহধর্ম্মিণীর কার্য্য। ভূদেব বাবুর বাড়ীতে তাঁহার অতি সামান্য বিষয়ের অনুজ্ঞাও নিখুঁতরূপে পালিত হইত। "তিনি বলিয়াছেন এখনও হয় নাই!" গৃহিণীর এই রূপ সাগ্রহের ও সযত্নের অনুজ্ঞা পালন চেষ্টা দেখিয়া গৃহের সকলেই সেই ভাবে কাজ করিত।

সংক্ষেপে বলিতে হইলে ভূদেব বাবুর জীবন প্রকৃত আদর্শ জীবন। প্রত্যক্ষ দেবতা পিতামাতার প্রতি নিয়ত ভক্তি, বাল্যাবস্থায় রুগ্নশরীর হইলেও অসাধারণ অধ্যবসায়সহ অধ্যয়ন,

পরিবার প্রতিপালনে ও তাঁহাদের অন্নসংস্থানে যত্ন, সহধর্ম্মিণীকে আপনার উচ্চ আদর্শে গড়িয়া লওয়া, পুত্রদিগকে সুশিক্ষাদান, কন্যা ও পৌত্রীদিগকে সৎপাত্রে প্রদান, বন্ধুবর্গের সহিত যাবজ্জীবন সমসৌহার্দ্দ্য, আত্মীয় স্বজনের এবং পরিচিতদিগের পীড়ায় চিকিৎসার সাহায্য এবং সকলকেই সর্ব্বপ্রকার সাহায্য দান, কর্ত্তব্য বোধে একান্ত দৃঢ়ভাবে স্বদেশী শিল্পের পোষণ, কাহার সহিত কখন বিবাদ না করা, মাতৃভাষার প্রতি চিরকাল অনুরাগ, পরিশ্রম ও কার্য্যকুশলতায় বিদেশীয় ইংরাজের শ্রদ্ধা উৎপাদন, হৃদয়ে স্বধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিপোষণ, আত্মীয় স্বজন ও স্বজাতীয়দিগের প্রতি একান্ত প্রীতি বশতঃ তাঁহাদের সুশিক্ষার জন্য বাক্য ব্যবহার ও লিপিদ্বারা শেষাবস্থাপর্য্যন্ত অতুলনীয় যত্ন, পত্নীবিয়োগের পর দ্বাবিংশতিবর্ষকাল পুত্র কন্যা বধূ প্রভৃতির প্রতি মাতা পিতা উভয়েরই কার্য্য সুচারুরূপে পালন, নিজ সমাজের প্রাণস্বরূপ অধ্যাপক পণ্ডিতদিগের রক্ষার জন্য সঞ্চিত অর্থের অধিকাংশ দান, কখন অসাধুতার সহিত সংস্রব না রাখা, সকল অবস্থাতেই সুদৃঢ় কর্ত্তব্যজ্ঞান প্রণোদিত থাকা, তাঁহার সুগভীর দেশহিতেচ্ছা প্রণোদিত এবং অচিন্তনীয় দুরদৃষ্টি সংযুক্ত রচনা এবং তাঁহার সর্ব্বতোভাবে নিষ্কলঙ্ক চরিত্র এবং ধর্ম্মপ্রাণ জীবন পর্য্যালোচনা করিলেই দেখা যায় যে, তিনি সংসারের সকল বিষয়েই যথাযথ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন এবং সকল বিষয়েই আমাদের সমাজের অনুকরণীয় পুরুষ।

স্বসমাজের "প্রকৃত" হিত কোথায় তাহা তিনি "জ্ঞানচক্ষে" দেখিয়াছিলেন, এইজন্য তিনি আধুনিক সকলের অপেক্ষাই বড়। তিনি স্বধর্ম্মত্যাগ বা যাহাতে সমাজ মধ্যে নূতন নূতন সম্প্রদায় বা দল বাড়িয়া অন্তর্বিচ্ছিন্ন সমাজের বল আরও হ্রাস হইতে পারে এমন কোন কার্য্যকে ভাল মনে করেন নাই। হিন্দু সমাজের

সংস্কার 'আমরা অধিকতর হিন্দু অর্থাৎ অধিকতর উদারহৃদয়, সদাচারী, আত্মসংযমশীল এবং স্বসমাজের মুখাপেক্ষী হইলেই সাধিত হইবে" এই মহান্ তথ্য তিনিই বুঝিয়াছিলেন। তিনি ভারত-সমাজের জীবন রক্ষার উপযোগী ধর্ম্ম, ধৈর্য্য ও স্বদেশ বাৎসল্যের মহামন্ত্র প্রচার করিয়া এদেশে "গৃহস্থের আদর্শ চরিত্র" দেখাইয়া গিয়াছেন বলা যাইতে পারে। এই জন্যই তাঁহার গ্রন্থাবলী এবং জীবনচরিত্র একটু অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিতে হয়।—

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠ স্তত্তদেবেতরো জনাঃ।
মহতাং চরিতং তস্মাৎ বেদিতব্যং বিশেষতঃ॥





বিজ্ঞাপন

৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রণীত পুস্তকগুলির মূল্য নিম্নে নির্দিষ্ট হইয়াছে। চুঁচুড়া বুধোদয় যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, কলিকাতা সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরিতে এবং অন্যান্য পুস্তকবিক্রেতাদিগের নিকট পাওয়া যায়।

পুষ্পাঞ্জলি	॥০
পারিবারিক প্রবন্ধ	১৲
সামাজিক প্রবন্ধ	১৲
আচার প্রবন্ধ	১৲
বিবিধ প্রবন্ধ (১ম ভাগ)	॥০
ঐ (২য় ভাগ)	॥০
ঐতিহাসিক উপন্যাস	॥০
স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস ...	॥০
ইংলণ্ডের ইতিহাস	১৲
গ্রীস এবং রোমের ইতিহাস ...	।৵০
পুরাবৃত্তসার	।৵০
শিক্ষাবিধায়ক প্রস্তাব ...	১৲
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও যন্ত্র	১৲

যাঁহারা একেবারে নগদ টাকা দিয়া [illegible] লইবেন, তাঁহারা শতকরা ২০৲ টাকা হিসাবে [illegible] অপর পাইকেরা প্রতি পুস্তক খণ্ডে /০ এক আনা কমিশন পাইবেন।